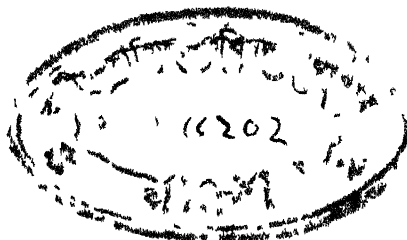
রাকা

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

রাকা



শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

প্রথম সংস্করণ

১৩২৩।

(মূল্য—১৲ বাঁধাই—১৷০)

PRINTED BY G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
91-2, Machua Bazar Street, Calcutta.

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বসিরহাট হইতে প্রকাশিত।

উৎসর্গ

যিনি

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত হইয়াও

পাণ্ডিত্যাভিমান-বর্জ্জিত,

যাঁহার চিত্ত

ভগবচ্চরণে অর্ঘরূপে নিবেদিত,

যাঁহার হৃদয়

বিশ্ব-প্রেমে নিরন্তর পরিপ্লুত,

সেই

বঙ্গ-গৌরব সুহৃদ্বর সুধীশ্রেষ্ঠ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মহাশয়ের কর-পদ্মে এই কাব্য

ভক্তিভরে সমর্পিত হইল।

১৩২৩।১৭ আশ্বিন, বসিরহাট।

*   *

মর ধরণীর   জড় উপাদানে   যদিও জনম মোর,
করিলি আমারে   পরাণ বঁধুয়া !   হাতের বাঁশীটি তোর !

অধর আমার   অধরে চুমিয়া   কত না তুলিছ তান,
মধুর—বিধুর   ফুটে নানা সুর,   পিয়াসী করিছে পান।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে   লহরে লহরে   পরাণ ঢালিছ তুমি,
বিগলিত তার   রসের পাথার   সৃজিছে স্বপন-ভূমি।

তোমার পরশে   এ হিয়া বিবশে,   রসের নিঝর ছুটে,
আমার পরশে   হে মহানীরব !   তোমার মরম ফুটে !

বড় সাধ চিতে—   তোমার পিরীতে   নীরবে ডুবিয়া রই,
মধু পানে ভোরা   যেমতি ভ্রমরা   জানে না ক মধু বই !

*   *

সূচি

পূর্ব্ব যাম

(১)

(২)

মধ্য যাম

মলিনার আত্ম-বিকাশ।

শেষ যাম

(১)

রস-বিলাস

(২)

*   *

হৃদয় হইল ঝাকা,

ষোলকলা শশী আঁকা,

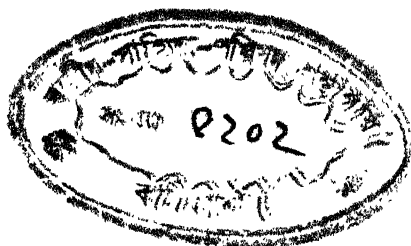
করে ঝলমল !

এ কি রে অমিয় ধারা !

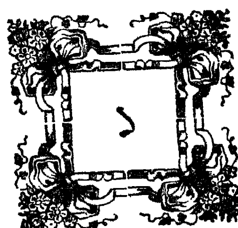
এ কি ফুল ! এ কি তারা !

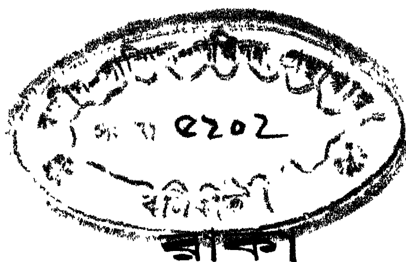
এ কি পরিমল !

*   *




পূর্ব্ব-যান





সহসা

না ফুরাতে সঙ্গীতের দ্বিতীয় চরণ
কেন গেল থামি ?
না আসিতে অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন-তপন
কোথা গেল নামি ?
কেন ফুল পড়ে খসি না হইতে বাসি,
কার অভিশাপে ?
বসন্তের মাঝ খানে কেন বর্ষা আসি
সহসা বিলাপে ?

৪।৬।১৯১৩ বসিরহাট

কেন ?

সাজানো বাগান মোর করিয়া শ্মশান
সে গিয়াছে চলি ;
দারুণ চিতার তাপে শুকায় পরাণ,
ঝরে ফুল-কলি ।
মৃত্যু-রূপী বিরহের জিহ্বা লেলিহান্
শুষিছে হৃদয়,
হাসি অশ্রু সাধ আশা মান অভিমান
দহে প্রাণময় ।
কেন এ জ্বলন্ত জ্বালা ? না হয় নির্ব্বাণ
চিত-চুল্লী মম ?
ইন্দ্রিয়ের কোলাহল কেন অবিরাম
প্রেত-ধ্বনি সম ?
থাম বহ্নি বাসনার ! ঝর শান্তি-নীর !
বিন্দু বিন্দু বুকে ;——
কাম-গন্ধ নাহি আর ; প্রেম অ-শরীর
চুম্বিল কি মুখে ?

৪।৬।১৩ বসিরহাট

নব অভ্যুত্থান

বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি কেন গেছ চলি,
কেন কাছে নাই ;
জীবনে, জড়ায়ে ছিলে, ভোগের শিকলি,
খুলে নিলে তাই !
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলে শুধু উপভোগে
তৃষার সঞ্চার,
সে তৃষা আকুল করে ; তাই প্রেম-যোগে
ছাড়িলে সংসার !
এতদিনে বুঝাইলে দেহ বিসর্জ্জিয়া
দেহ কিছু নয় ;
দেহের অতীত প্রেম আজি আস্বাদিয়া
কি আনন্দোদয় !
আর না নিন্দিব তোমা হে মৃত্যু মহান্ ।
তুমি বন্ধু মোর ;
তোমার পরশে তার নব অভ্যুত্থান
টুটে মায়া-ডোর !

৪।৬।১৩ বসিরহাট

তার দান

মাতৃ-হারা বাছাগুলি ! আয় কাছে আয়,
তোরা তার দান ;
তোদের ধরিলে বুকে তারে পাওয়া যায়,
বিচিত্র বিধান !
কারো মুখে তার হাসি, কারো চোখে ফুটে
তাহার সোহাগ,
কারো বুকে অভিমান তারি মত লুটে
ভরা অনুরাগ ।
আছিল যে একা, আজ সবার ভিতর
দিল দরশন ;
যে টুকু তখন তার ছিল অগোচর,
ফুটিল এখন ।
নহে স্বপ্ন, পূর্ণ সত্য, প্রেমময়ী জায়া
নিজ গন্ধ রূপ
পুঞ্জীভূত করি ধরে, ফেলি পুষ্প-কায়া,
ফলের স্বরূপ !

৪।৬।১৩ বসিরহাট

———

মৃত্যু-স্বপ্ন

একদা আছিনু যবে নিদ্রা-ঘোরে হ'য়ে অচেতন,
দেখিলাম বিচিত্র স্বপন ঃ—
আত্মীয় স্বজন মম শব-দেহ করিয়া বেষ্টন
হাহাকারে করিছে রোদন।

২

ছিন্ন-তার বীণা সম দেহ মম রয়েছে পড়িয়া,
অযতনে ধূলির শয্যায় ;
একে একে বন্ধুগণ ক্ষুণ্ণ-মন নীরবে কাঁদিয়া
চাহে তনু তুলিতে চিতায়।

৩

অতীতের স্মৃতিগুলি তুলি তুলি লহরীর প্রায়
চিত্ত-তটে করে কোলাহল ;
সমগ্র জীবন যেন চিত্র মাঝে জীবন্ত দেখায়
পর পর ঘটনা সকল।

৪

প্রথমে পড়িল মনে—শৈশবের সোণার স্বপন
হাস্য-ক্রীড়া-কৌতুক-মুখর,
জড়ায়ে জননী-কণ্ঠ অকুণ্ঠিত মর্ম্ম-নিবেদন,
মাতৃ-বক্ষ অমৃত-নির্ঝর।

৫

তার পর ছুটাছুটি অন্তরঙ্গ বাল্য-সখা সহ,
খেলা ধূলা ভবন-অঙ্গনে ;
সামান্য কারণে কভু বন্ধু সনে বিষম কলহ,
ক্ষণ পরে আগ্রহ মিলনে।

৬

বিবর্ত্তিত দৃশ্যপট ঃ দেখা দিল বালা সুকুমারী,
প্রাণ দিয়ে বাসিলাম ভালো ;
স্বার্থহীন প্রেমে তার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ঝারি,
চক্ষে তার আনন্দের আলো।

৭

প্রবৃত্তির অন্ধকারে নিবৃত্তির প্রদীপ জ্বালিয়া
ধরিল সে যৌবনে আমার ;
জীবন-সংগ্রামে দিল হৃদি-ক্ষতে অমৃত লেপিয়া
মূর্ত্তি ধরি নীরব সেবার।

৮

তার পর মনে পড়ে চিতা-দীপ্ত শ্মশান তাহার,
হাহাকার হৃদয়-কন্দরে ;
গান শেষে তান যেন ঘুরে ঘুরে কাঁদে অনিবার
থাকি থাকি গোপন অন্তরে !

৯

প্রকৃতির পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সে করুণ গাথা,
প্রতি ফুলে তার দৃষ্টি হাসি ;
শারদ-পূর্ণিমা-রাতে, বর্ষা-প্রাতে, আসে সে বারতা
জ্যো’স্নালোকে, মেঘ-মন্দ্রে ভাসি।

১০

সংসারের কারাগারে বদ্ধ-পদ বন্দীর মতন
দিনগুলি কাটে নিরাশায় ;—
সহসা আসিয়া যেন বন্ধু সম মধুর মরণ
কারামুক্ত করিল আমায় !

১১

অহো কি আনন্দ মরি ! কারামুক্ত চিত্ত মোর ধায়
দূরে ফেলি দেহের শৃঙ্খল,
স্বাধীন আকাশ-পথে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের প্রায়
সঙ্গিনীর দরশ-চঞ্চল !

১২

দেখিনু—মরণ নহে চেতনার চির অবসান,
মুক্তি সে যে জড়ের বন্ধনে ;
ওই যে পতিত শব প্রাণহীন, মোর পরিণাম
ওত নহে—বুঝিলাম মনে ।

১৩

বিস্ময়ে দেখিনু চেয়ে—যেই দেহ পুড়িল চিতায়,
সে ত শুধু স্থূল আবরণ ;
অতি সূক্ষ্ম সত্তা মম ছাড়ি তারে চলিল কোথায়
শূন্য-পথে বিমুক্ত-বন্ধন !

১৪

সহসা ভ্রমণ-পথে ভাসমান দেখিনু প্রসূন,
কি বিচিত্র বর্ণ গন্ধ তার ;
সে অপূর্ব্ব পুষ্প হ'তে বাড়াইয়া বদন করুণ
চেয়ে আছে দেবতা আমার !

১৫

আবার দেখিনু চেয়ে—মেঘ-গিরি-গুহার ভিতরে
ঝকিছে সে মাণিক আমার ;
দীপ্ত আঁখি-তারা যেন মেলি মম বদন উপরে
দিব্যাঙ্গনা দেখে বার বার !

১৬

নয়ন ফিরায়ে দেখি – তরঙ্গিত জলধির তলে
শুক্তি হ'তে হইয়া বাহির,
সে আমার মুক্তা-পরী, সদ্য-সিক্ত টানি নীলাঞ্চলে,
ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহিছে অধীর !

১৭

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখি—নাহি কিছু আর,
রাজে শুধু তাহার মূরতি ;
চাহি পুনঃ মোর পানে একি দেখি ! প্রতি চিন্তা তার
লভিয়াছে তাহে পরিণতি !

১৮

তার পর চেয়ে দেখি—সারা বিশ্বে জড়তার মাঝে
বিজড়িত তাহার চেতনা !
নাহি মৃত্যু, নাহি জন্ম, নাহি কাল, সেই শুধু আছে,
আর সব কেবলি কল্পনা !

১৬।১১।১৩ বসিরহাট

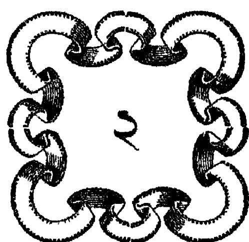
মধুস্রবা

ঘুমাও !   ঘুমাও !
মহাসিন্ধু মাঝে পদ্মবন ;
মধুপের অশ্রান্ত গুঞ্জন ;
মরালের মৃদু সন্তরণ ;
মরতের তিক্ত জাগরণ
হে কুমার ! চিরতরে যাও, ভুলে যাও !
মধুস্রবা বসি পদ্মদলে ;
ভাঙ্গে উর্ম্মি চরণ-কমলে,
পদ্মাসন দোলে, মণি জ্বলে ;
জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর কোলে
হে নির্ম্মল ! দিব্যদেহ লুকাও, লুকাও !
বক্ষে মধু, ক্ষুধা কর দূর ;
চক্ষে সুধা, পিও ভরপূর ;
শ্রী-অঙ্গের পরশ মধুর,
সুকণ্ঠের সান্ত্বনার সুর
লভি, শ্রান্ত ! ক্লান্ত হিয়া জুড়াও, জুড়াও !
হে কুমার ! ঘুমাও, ঘুমাও !

২৬।১১।১৫   বসিরহাট

পত্নী-বিয়োগের পর কবির কিশোর পুত্রের মহানিদ্রা স্মরণে রচিত।

প্রকাশক।



আমি ও তুমি

তুমি চন্দ্র, আমি নাথ ! কলঙ্ক তোমার,
তুমি আলো, আমি অন্ধ তম ;
পবিত্র পঙ্কজ তুমি, আমি পঙ্ক তার,
তুমি মণি, আমি ভুজঙ্গম ।

২

আমি জড় দেহ, তুমি চেতনা তাহার,
আমি মন, তুমি বোধ-ভূমি ;
আমি স্থূল ভাষা, তুমি সূক্ষ্ম ভাব তার,
আমি বাহ্য, অভ্যন্তর তুমি ।

৩

তুমি কর্ত্তা, তুমি ভোক্তা, তুমি যজ্ঞানল,
কর্ম্ম ভোগ, আমি যে ইন্ধন ;
তুমি অনাসক্তি হৃদে, মুক্তি নিরমল,
আমি মায়া, মোহের বন্ধন ।

৪

আরাধ্য দেবতা তুমি হৃদয়-মন্দিরে,
কাম-রূপী আমি বলি তার ;
তুমি প্রভু, আমি দাসী, ভাসি নেত্র-নীরে
স্মরি' সদা করুণা তোমার ।

৫

লবণাক্ত কর্ম্ম-সিন্ধু আমি কামনার,
প্রেম-রূপী সুধা-কুম্ভ তুমি ;
বিন্দু বিন্দু বিগলিত তুমি মধু-ধার,
মধু-চক্র মম চিত্ত-ভূমি ।

১৭।১২।১১ বসিরহাট

দুঃখের প্রতি

ওহে দুঃখ! হে মোর সুহৃৎ!
এ জগতে তুমি বরণীয়;
এস যবে, সঙ্গে আন তুমি
চিন্তা তাঁর চির-স্মরণীয়।

সুখ বাঁধে মায়ার বন্ধনে,
প্রবৃত্তির করে উদ্দীপন;
নিবৃত্তিরে হৃদয়-মণ্ডপে
আনি' তুমি করহ স্থাপন।

জল-ভরা আঁখি দুটি তব
করুণায় কিবা ঢল ঢল!
বক্ষে তব সান্ত্বনার সুধা,
জ্যোতির্ম্ময় বদন-মণ্ডল।

শ্রীকৃষ্ণের তুমি অগ্রদূত,
মর্ত্তে বহ গোলক-সংবাদ;
যারে তুমি কর অনুগ্রহ,
সেই পায় সে প্রেম-আস্বাদ!

১২।১২।১১ বসিরহাট

ভিখারীর গর্ব্ব

ভিখারী কাঙ্গাল রাখ চিরকাল,
তাহে মোর ক্ষোভ নাই ;
এই ক'রো নাথ ! আর কারো দ্বারে
কভু যেন নাহি যাই।
তোমারি দুয়ারে যেন পড়ে' থাকি
তোমার চরণ স্মরি,'
পেলে পদাঘাত তবু যেন নাথ !
তোমারে বরণ করি।

২

তুচ্ছ ধন মান, সে যে অপমান,
ধ্যানে জ্ঞানে কাজ নাই ;
তোমার প্রেমের কণিকা প্রসাদে
বাউরা বনিয়া যাই !
তোমারে না পাই, তাহে দুখ নাই,
তবু ত তোমারি আমি ;
গরব আমার— নহি আর কার,
তোমারি ভিখারী, স্বামী !

১৯।১২।১১ বসিরহাট

বিচিত্র কথা

আসে—আসে, রহি আশে, তবু নাহি আসে,
দেখি—দেখি—দেখি, তবু দেখিতে না পাই,
ধরিতে না পারে হিয়া, তবু ভালবাসে,—
এ বড় মধুর ভাব কারে বা বুঝাই !

নহে মাতা, নহে পিতা, নহে ত তনয়,
মাতা পিতা সুত হ'তে তবু আপনার ;
নাহি রূপ, তবু রহে জুড়িয়া হৃদয় ;—
এ বড় বিচিত্র কথা কারে ক'ব আর !

দুখের ভিতরে সে যে সুখের স্বপন,
হাসির অন্তরে সে যে অশ্রু অ-শরীর ;
তুষারের মাঝে সে যে গুপ্ত হুতাশন,
প্রচ্ছন্ন পূর্ণিমা সে যে অমা-রজনীর !

সে যে রে প্রাণের প্রাণ, দেহের সে দেহ,
সে যে কি—বলিতে তবু নাহি পারে কেহ !

বসিরহাট

১৬।১২।১১

নির্ব্বিচার প্রেম

নয়ন তোমারে দেখেনি কখনো,
শ্রবণ শোনেনি স্বর ;
তবু নাথ ! তুমি হ'লে আপনার,
আর যারা হ'ল পর !

২

কোন্ রূপে গুণে মিলিবে ও পদ,
বারেক ভাবিনি স্বামী !
ল'বে কি ল'বে না বিচারি কখনো
পরাণ সঁপিনি আমি ।

৩

জাতি, কুল, মান, নারী-অভিমান,
কিছু না মানিল হিয়া ;
সাগর-গামিনী নদীর মতন
সব টুকু দিল নিয়া ।

৪

ঠেলহ চরণে, বধহ জীবনে,
না ফিরিবে আর দাসী ;
মায়ার শিকলি কাটিয়া পরিনু
তোমার প্রেমের ফাঁশী !

৪।১২।১১ বসিরহাট

অহল্যা

আমার ভিতরে দেখি স্খলিত-চরণা
কামনার মূর্ত্তি ধরি অহল্যা পাষাণী
কত যুগ জড়বৎ বিগত-চেতনা
ছিল পড়ি।
তুমি নাথ! কবে গো না জানি
সহসা আসিয়া তার শিলাময় শিরে
রক্ত কোকনদ সম শ্রীচরণ দুটি
রাখিলে করুণা করি; ধীরে ধীরে ধীরে
শ্রীপদ-পরশে তার সে জড়তা টুটি
অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিল অপূর্ব্ব স্পন্দন,
মর্ম্ম-গূঢ় ভকতির স্থগিত নির্ঝর
উথলি ঝরিল নেত্রে, পুলক-কম্পন
বহিল বিজলি-বেগে দেহের ভিতর।
প্রেমের চিন্ময় তনু লভিয়ে, কামনা
হয় বুঝি আনন্দের সমাধি-মগনা!

২৪।১২।১১ বসিরহাট

মাথার মণি

আমি দৃপ্ত ভুজঙ্গিনী কালকূট-ভরা
অবিতৃপ্ত চিত্তে করি সতত দংশন,—
বেণু-যাদুদণ্ড করে প্রাণ-মন-হরা
সঙ্গীতে কে তুমি মোরে করিলে বন্ধন ?

স্তম্ভিত চরণ মম, মুগ্ধ এ হৃদয় ;
ব্যর্থ হ'ল দন্ত, দর্প, সর্ব্ব হলাহল ;
উচ্চ শির পদতলে বিলুণ্ঠিত হয় ;
কোথা হ'তে গুপ্ত সুধা করিল বিহ্বল !

জ্ঞান-গর্ব্ব গেল টুটি, হিংসা তিরোহিত ;
হিতাহিত, আত্মপর ভুলিনু সকল ;
বিগলিত নেত্র-নীরে চরণে পতিত
ধরিনু মাথার মণি দীপ্ত নিরমল !

লহ নাথ ! প্রেম-মণি, তোমারি এ দান ;
আর যাহা—পদাঘাতে কর খান্ খান্ !

১৬।১২।১১ বসিরহাট

বিরহাসক্তি

এ পোড়া পরাণে জানি পাব না তোমায়,
অপবিত্র দেহ নহে দেবের মন্দির ;
তবু ত তোমার নেশা না ছাড়ে আমায়,
তবু ত তোমার চিন্তা করিছে অধীর !

তা হোক্ ; বিরহ ভুলি না চাহি মিলন ;
তোমার দরশ চেয়ে চিন্তা সুমধুর ;
ভোগ হ'তে ভাল প্রেমে অশ্রু বিসর্জ্জন ;
নহে হাসি, ভালবাসি বিষাদের সুর।

কূলে বাঁধা ভরা চেয়ে লাগে মনোহর
সিন্ধু-বক্ষে ডোব' ডোব' টল মল তরী ;
ভাঙ্গিলে ফুলের বক্ষ, মাতায় অম্বর
বিদীর্ণ হৃদয় হ'তে সুগন্ধ-লহরী।

বিরহ মধুর করি রহ কাম্য মোর,
রহিব তোমার চেয়ে তব প্রেমে ভোর !

১৩।১২।১১ বসিরহাট

আত্মদানের শঙ্কা

সুকঠিন নাগ-পাশে করিয়া বন্ধন
সংসার-নাগিনী বিষে করিল জর্জ্জর ;
তুমি তারে ধীরে ধীরে করি উন্মোচন
বিন্দু বিন্দু প্রেমামৃতে পূরিলে অন্তর।

আকাঙ্ক্ষার দাবানলে জ্বলে যবে হিয়া,
নিরাশার শান্তি-জলে নিভাও অনল ;
মোহের আঁধারে যবে পাথারে পড়িয়া
ডুবে' মরি—হাতে পাই করুণা-অঞ্চল !

এত ভালবাসা নাথ ! ঠেলিব কেমনে ?
ইচ্ছা হয় পড়ি গিয়া চরণে তোমার—
ঝাঁপে যথা মত্ত নদী সিন্ধুর চরণে
আবিল পঙ্কিল প্রাণ লইয়া তাহার !

না, না, নাথ ! নিয়ো না এ নারকিনী নারী,
নির্ম্মল ভকত তব ব্যথা পাবে ভারি।

১০।১২।১১ বসিরহাট।

মন্দিরে প্রতিমা

জনে জনে নমে যবে পদে প্রতিমার,
দুটি আঁখি ভরি শুধু নেহারি বদন ;
বুঝাতে কি পারে গূঢ় মরম আমার
ধূলি-বিলুণ্ঠিত শিরে চরণ-ধারণ ?

স্তোত্র যবে উচ্চ রবে করে উচ্চারণ,
কণ্ঠ মম রুদ্ধ মূক, নেত্রে শত ধার ;
মরতের তুচ্ছ ভাষা পারে কি কখন
ধরিতে সে ভাব মম—মৃত্যু নাহি যার ?

কি ভিক্ষা মাগিব ? তুমি না চাহিতে নাথ !
বিশ্বময় আপনারে দিয়াছ বাঁটিয়া ;
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অমৃত-প্রপাত,
উঠিছে তোমার প্রেমে হৃদয় ভরিয়া !

এই টুকু সাধ বন্ধু ! পূরাও আমার—
আমারে ডুবায়ে রাখ মরমে তোমার !

৬।১২।১১ বসিরহাট

হৃদ্-পদ্ম

আবিল কামনা-পঙ্কে নিমজ্জিত হিয়া
না জানি কি গুণে আজি ওগো গুণমণি !
অকস্মাৎ পদ্ম রূপে উঠিল ফুটিয়া
ভকতি-মৃণাল 'পরে, পোহাল রজনী !

মরমের দলগুলি পড়িল খুলিয়া,
দিকে দিকে বহি গেল কি দিব্য সৌরভ ;
গুঞ্জরিল অলিকুল ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
তোমারি গরবে তার বাড়িল গৌরব !

গগনের জ্ঞান-রবি সহস্র কিরণে
ধরার সে ক্ষুদ্র পুষ্প-চরণে লুটিল ;
রসের উরমি তুলি ভাব-সমীরণে
দিশি দিশি রূপ তার ধীরে বিথারিল !

সদ্য মধু রূপে ঝরে তব প্রেম মরি
হৃদ্-পদ্মে, আনন্দের গুপ্ত কোষ ভরি !

৫।১২।১১ বসিরহাট

ফুল ফোটা

রজত জোছনা স্বপনের কণা
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে !
কুঞ্জ-কাননে মধুর বেদনে
ফুল-বধূ বুঝি ফুটিছে !
মুদিত-মাধুরী মরমের দল
মধু ভরে কি বা করে টল মল,
চিত-সঞ্চিত নব পরিমল
দিশি দিশি দিশি ছুটিছে !
তরল জোছনা স্বপনের কণা ঝর ঝর ঝর ঝরিছে !

২

ফুটন্ত কলি পড়ে ঢলি ঢলি
কে জানে কি সুখ-স্বপনে !
কি যেন আবেশে চাহে আশে পাশে,
আলু থালু দিঠি গগনে !
কণ্টকে গাঁথা পাতার বসন
শিথিলি পড়িছে লাজ-আবরণ,
মরম-মাধুরী উথলে কেমন
কনক-অঙ্গে গোপনে !
ফুটন্ত কলি পড়ে ঢলি ঢলি অজানা সুখের স্বপনে !

৩

মাধবী যামিনী কুসুম-কামিনী
যাপে একাকিনী কেমনে,
আজি যদি তার প্রেমের পসার
না পারে বিলাতে চরণে ?
কেঁদে' ফিরে গেছে যে গো অভিমানে,
আজি চাহে তারে নয়ানে নয়ানে
রাখিতে গোপনে হৃদয়-শিথানে
সোহাগে পিরীতি-যতনে !
এ মধু-যামিনী কুসুম-কামিনী যাপে একাকিনী কেমনে ?

৪

এস মধুকর ! শ্যাম সুন্দর !
মলয় পবনে বহিয়া,
পশি তার বুকে পরশের সুখে
দেহ হৃদি তার রসিয়া !
নিবিড় পরশে খসে বন্ধন,
মূরছে বিবশ শিথিল চেতন,
সহস্র-ধারে আনন্দ-ঘন
প্রেম-মধু পড়ে ঝরিয়া,
পিয়ো মধুকর ! শ্যাম সুন্দর ! সে সুধা, মরমে ডুবিয়া !

৪।১২।১১ বসিরহাট

পরিচয়

সরমে বাধে রসনা মম ধরিতে নাম তার,
ভরম ভরে মরম মরে স্মরিলে একবার!
সকলে যবে গরব করি তাহার কথা কয়,
চমকে হিয়া, পুলকে তনু অমনি শিহরয়!
তাহার তরে কি যে কি করে গোপনে মম মন,
সেই সে জানে— রহে যে ভরি স্বপন, জাগরণ!

২

কেহ বা মোরে জানাতে আসে মহিমা কত তার,
কেহ বা কহে নিঠুর, কেহ দয়ার অবতার,
কেহ বা বলে রাজার রাজা, দাসের দাস কেহ,
কেহ বা গালি- মন্দ পাড়ে, কেহ বা করে স্নেহ।
আমি ত জানি,— জানি গো যাহা, বলিব না ক আর,—
আমার চোখে দেখিলে পরে মরম পাবে তার!
বুঝহ ঠারে,— বুঝিতে নারে দুকূল-রাখা মন,—
সকল টুকু সঁপিলে পরে বুঝিবে সে কি ধন!

৫।১২।১১ বসিরহাট

লাজের বাঁধন

বিপদে পড়িনু এ কি !
দেখিলে যাহারে লাজে মরে' যাই,
আঁখি ঢাকি করে, আড়ালে লুকাই,
ঘুরিতে ফিরিতে
নয়ন খুলিতে
কেন তারে সদা দেখি ?

২

এ কি মোর হ'ল দায় !
ফুল তুলি যবে আসি' ফুল-বনে,
সে কেন গো ফিরে চরণে চরণে ?
খেলি বসি যবে,
সে কেন নীরবে
মুখপানে এত চায় ?

৩

এ যে রে বিপদ ভারি !
বসে' থাকি যবে সবার মাঝার,
নাম ধরে' কেন ডাকে সে আমার ?
সরমে ভরমে
মরি যে মরমে,
বারণ করিতে নারি !

৪

এ বড় বিষম হ'ল !

কাজের ভিতরে লুকায়ে সে রয়,
ভাবনার মাঝে রহে ভাবময়,
ছাড়িলে না ছাড়ে,
হাসে আড়ে আড়ে,
কত হিয়া চাপি বল !

৫

কে জানে কি হ'ল মোর !

মুদিলে নয়ন সে হয় স্বপন,
স্মৃতি-রূপে রয় ভরি জাগরণ,
ভালবাসি কি না
জানি না, জানি না,
তবু হিয়া তাহে ভোর !

৬

ইথে কে বাঁধিবে হিয়া ?

আর না মানিব লাজের বাঁধন,
এবার আসিলে ধরিব চরণ,
"নাথ—নাথ" ব'লে
দিব পদ-তলে
সব টুকু নিঙাড়িয়া !

১৯।১২।১১ বসিরহাট

অহেতু পিরীতি

বুঝিতে পারে না কেহ বাহ্য ব্যবহারে
কতখানি ভালবাসে তোমারে হৃদয় ;
নিন্দা-ছলে চিত্ত ডুবি' প্রেম-পারাবারে
তুলে নিতি কি বিচিত্র ভাব-রত্নচয় !

শ্রবণে অঙ্গুলি চাপি নাম নিলে কেহ,
মনে ভাবি—নামে কোথা মিলে পরিচয় ?
প্রতিমূর্ত্তি হেরি তব না লুটাই দেহ,
মূরতিতে ও মাধুরী ধরিবার নয় !

গুণের গরিমা তব কেহ যদি করে,
হেসে উঠি, ভাবি মনে—গুণ কেবা চায় ?
রূপের মহিমা শুনি মনে শুধু পড়ে
রূপে নাহি বিকাইনু ওই রাঙ্গা পায় !

নহে রূপ, নহে গুণ, নহেক মাধুরী,
অহেতু পিরীতি তব প্রাণ করে চুরি !

১৮।১২।১১ বসিরহাট

অভিমান

তুমি বাড়ায়েছ মান, তাই অভিমান,
তাই শত ডাকে আমি না দেই উত্তর !
যত রাখ আঁখি 'পরে করুণ নয়ান,
ততই বিমুখ আমি তোমার উপর !

নিজে ভালবেসে তুমি শিখায়েছ মোরে
তোমার উপরে মোর কত অধিকার,
অনাদরে অযতনে আজীবন ধরে'
কত না করিনু তাই উপেক্ষা তোমার !

কিন্তু কেহ নাহি জানে হৃদয় ভিতর
পিরীতি পরশ-মণি রেখেছি গোপনে ;
সংসারের কাজে যবে নিয়োজিত কর,
তোমার মধুর নাম জপি মনে মনে !

বড় সাধ—একদিন সিন্ধুর সমান
ভাঙ্গিবে তোমার প্রেম এই অভিমান !

৩।১২।১১ বসিরহাট

মেঘের বাসর

হিয়ার মাঝারে নিরালা বসিয়া রচিনু মেঘের ঘর,
রজত শশীর রুপালি জোছনা ঝরিছে চূড়ার পর।
কৌমুদী ধরি মর্ম্মর গড়ি সাজাইনু থরে থরে,
ইন্দ্রধনুর স্তম্ভ রচিনু সে মোর সাধের ঘরে।
সৌধ-চরণ ধৌত করিছে শিশির-নদীর নীর,
প্রাঙ্গনে তার তারার নিঝর ঝরিতেছে ঝির্ ঝির্।
স্বপনের ফুলে বিছানু বিরলে পিরীতি-শয়ন খানি,
সোহাগের শত মণি মরকত ঝালর ঝুলানু আনি'।
কত জনমের আশার চামর শিথানে রাখিনু মোর,
বঁধুয়ার লাগি সারা নিশি জাগি ধেয়ানে রহিনু ভোর।

২

সহসা থমকি উঠিল চমকি পুলকে শিহরি প্রাণ,
রুণু রুণু রুণু নূপুরের রোলে মরমে বহিল বান!
নীল মরকত নীরদ-ভবনে আজি কে অতিথি এল,
নব জলধর জিনি কলেবর মরম মথিয়া গেল!
হাতে তার বাঁশী, মুখে সুধা হাসি, রূপে হিয়া টলমল;
তেরছ নয়ানে পরাণ কাড়িয়া লুকাল করিয়া ছল!
ভেঙ্গে গেল মোর মেঘের বাসর, সে হ'তে মরম ঝুরে;
সরম, ধরম নিমেষে লুটিয়া বঁধুয়া পলাল দূরে!
স্বপনের আলো চকিতে মিলায়, জাগরণ ভরা দুখ;
এমন পিরীতি যে করে, সে নিতি জানে জ্বলনের সুখ!

২০।১১।১১ বসিরহাট

নগ্ন হৃদয়

ভোগের নয়ন দেখেনি কখন
নগন হৃদয় মম ;
কামনা-নিশাসে কাঁপে সে তরাসে
কামিনী-কুসুম সম ।

২

যেমনি বাঁশরী তুলিল লহরী,
ঘুচে ' গেল ভয় লাজ ;
অমিয়-মোহন প্রেম-আবাহন
পাগলী করিল আজ !

৩

এসেছি গোপনে তোমার চরণে
আমারে করিতে দান ;
সর্ব্বাবরণ করি বিমোচন
তো াতে ডুবাও প্রাণ ।

৪

ঢালো অনঙ্গ রস-তরঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে মোর,
ডুবাও চেতন মদন-মোহন !
আন আবেশের ঘোর !

৮।১২।১৬ বসিরহাট

অভিসার

ঘোর গহিন যামিনী,
ঝলকত ঝট দামিনী ;
বিজলি চমকে থমকে থমকে,
চলতহি অভিসারিণী ।

২

মেঘে মেঘে গগন বন্ধ,
চরণে চরণে চলন মন্দ,
দীপত হৃদি প্রেম-চন্দ,
নাগর-অনুরাগিনী ।

৩

ঝর ঝর ঝর জলদ-ধার,
থর থর থর উরস-ভার,
ছল ছল ছল নয়ন-তার,
নৈরাশ-পথ-বাহিনী ।

৪

কুসুম-গন্ধ করত অন্ধ,
জাগত মনে মিলন-সন্দ,
মথিত মরমে লহর-দ্বন্দ্ব,
তটিনী জলধি-গামিনী ।

৫

জর জর জর হৃদয়-ডোর,
গর গর গর প্রণয়-ভোর,
দর দর দর লোচন-লোর,
স্বপন-মগন-কামিনী ।

৬

সফল করবি সে অভিসার ?
স্বপন সত্য করবি তার ?
অথবা ডারি অশনি-সার
করবি চরণ-শায়িনী ?

১২।১২।১১ বসিরহাট

মগ্ন হৃদয়

আমি একাকিনী, আঁখি-জলে ভাসি,
সারা নিশি পথ চাহিয়া,
মরমের মাঝে পাতিয়া শয়ন,
প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া,
বসেছিনু যবে,— আসি অলখিতে,
বিভোরতা মম হেরিয়া,
ওগো চিত-চোর ! অবিদিতে লোর
মুছালে, নয়ন চুমিয়া !

২

তোমার পরশে অজানা হরষে
চমকি দেখিনু চাহিয়া ;
নিভায়ে তখনি দীপের আলোক,
বাহু-পাশে নিলে বাঁধিয়া !
ভেবেছিনু যত সোহাগ, যতন,
গেনু সে সকলি ভুলিয়া ;
রহিনু কেবল ভাবের অতীত
পরশন-সুখে ডুবিয়া !

৮।১২।১১ বসিরহাট

বিরহের ছল

বসে' আছি নাথ ! বিরহ-নিদাঘে
পথ চেয়ে নিশি দিন ;
দিবা গুলি মোর কাটে যুগ সম,
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ।
কে জানে কখন হৃদয় ভরিয়া
ঢালিয়া দিবে গো মধু ?
কে জানে কখন অমিয়-পরশে
আমারে ডুবাবে বঁধু ?

২

সহসা সুদূর জলদ-মন্দ্রে
শুনিনু ডাকিলে মোরে ;
চমকি চাহিনু,— চরণ-নূপুর
বাজিল আঙিনা 'পরে !
স্বরগ হইতে নব-ঘন-বেশে
বাঁকায়ে বিজলি-চূড়
প্রেম-রস-ধারে গলি গলি গলি
হৃদয় করিলে পূর !

৩

বিরহ-মথিত তৃষিত তাপিত
হৃদয়ে পশিয়া মোর,
মরম ভরিয়া সুধা বরষিয়া
আবেশে করিলে ভোর !
যেন রে সহসা কুহক-পরশে
কুসুমিত হ'ল তরু,
নব অনুরাগে নবীন সোহাগে
সরস জীবন-মরু !

৪

এতেক দিবসে বুঝিনু মানসে—
নিঠুরতা শুধু ছল !
দাব-দাহ চিতে সোহাগ বাড়াতে,
শোষণের শেষে জল !
যে চাহে জীবনে মিলিতে চরণে,
বিরহ করহ সার ;
তবু যে না ছাড়ে তুহার পিরীতি,
কর তারে গল-হার !

২৫।১১।১১ বসিরহাট

আমার স্বামী

আমার স্বামী জগৎ-স্বামী, ভুবন ভরা নাম,
সকলে তাঁর চরণে শির লুটায় অবিরাম।
সবার আঁখি বদনে তাঁর লগন অবিরল,
কল্প-তরু বিলান্ সবে মনের মত ফল।
তাঁহার নাহি আপন পর, সকলি প্রিয় তাঁর,
ভিখারী, ভূপ, সিন্ধু, কূপ, অচল, তৃণ আর।
কেহ না ফিরে যে চাহে তাঁরে, সবার ঘুচে ক্ষুধা ;
কামনা-বিষে রহে গো মিশে' তাঁহার প্রেম-সুধা।

২

ভাবিতে হিয়া গরবে ভরে, নয়নে আসে জল,
আমার পতি সবার গতি, কি আর চাহি বল্ ?
বুঝেছি মন! সবার ধন কাড়িতে চাহ তুমি,
ছিছিছি ছিছি মরি যে লাজে তুহার বাণী শুনি!
আপনা ভুলি তাঁহারে ভাল বাসিতে পার কভু,
বুঝিবে তবে সবারে দিলে ফুরাবে না ক তবু!
বুঝিবি হিয়া! সবারে নিয়া গঠিত এক নারী
পুরুষবরে কামনা করে পদ-পল্লব তাঁরি!

১৯।১২।১১ বসিরহাট

সঙ্কেত-পথে

সংসার মাঝে আছি নানা কাজে ল'য়ে নানা সুখ দুখ ;
শুনিনু সহসা সঙ্কেত-ধ্বনি, গুরু গুরু করে বুক !
আকুলি বিকুলি উঠিল পরাণ, খুলিনু হৃদয়-দ্বার,
দেখিলাম দূরে ছল ছল আঁখি, হাসি টি অধরে তার !

২

পোড়া লোক-লাজ উদি মন মাঝ চরণ বাঁধিল মম,
সঙ্কেত-পথে চাহিতে নারিনু পাষাণ-মূরতি সম !
উদাস চরণে চাহিতে চাহিতে আড়ালে লুকাল ধীরে,
যেন কাঁদ' কাঁদ' গগনের চাঁদ ডুবিল সাগর-নীরে !

৩

কাঁদিয়া, কাঁদায়ে যে গেল চলিয়া, ফিরে কি আসিবে আর ?
কত জনমের কত সাধনায় মিলে দেখা একবার !
লোক-লাজ-ভয়ে তারে না ডাকিনু, কেন বা এমন হ'ল ?
এবে ত পরাণ করে আন্ চান্, গুমরি গুমরি ম'ল !

৪

একি হ'ল জ্বালা ! পরাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারি না ঘরে,
শত কৌতুকী নয়ন আমারে পুছিয়া পাগল করে !
যদি নিরজনে আপনার মনে ভাবি বসে' তার কথা,
যেন মনে হয় সবে চেয়ে রয় শুনিতে গোপন ব্যথা !

৫

ঘুমালে সকলে, শয়নে বিরলে চুপে চুপে একা কাঁদি,
সবারে লুকায়ে তোমাতে ডুবিয়ে ভগন হৃদয় বাঁধি।
স্বপনের স্রোতে আসিবে বলিয়ে নয়ন মুদি বা কভু;
তন্দ্রার ঘোরে চমকিয়া উঠি, ভাবি বুঝি এলে প্রভু!

৬

যত অপরাধ হ'ল শ্রীচরণে, মার্জ্জনা নাহি কারো;
ক্ষমাময় তুমি, নিজ গুণে মোরে ক্ষমিলে ক্ষমিতে পারো।
এই নিবেদন ও রাঙ্গা চরণে, ঘটিল যা' অপরাধ,
নহে নিজ-কৃত, পরাধীন চিত সাধিল এতেক বাদ!

৭

আজি মনে হয় স্বজনের ভয় আর না করিব আমি,
সবারে ছাড়িয়া তোমারে লইয়া রহিব দিবস-যামী।
দুরলভ অতি এ জগত মাঝে প্রেম সে পরের লাগি,
তাহে দুরলভ তোমার পিরীতি, মাথায় করিয়া রাখি!

১৩।১২।১১ বসিরহাট



স্বপনে

হেরিনু ঘুমের ঘোরে—শয়ন-সীমায়
নীরবে দাঁড়ায়ে তুমি শিয়রে আমার
নেহারিছ অনিমেষ নয়নে আমায় ;
লাজে বঁধু ! দুটি আঁখি না খুলিনু আর !

কি যে কি করিতেছিল প্রাণের ভিতরে,
চন্দ্রোদয়ে সিন্ধু সম হৃদয় বিহ্বল ;
কামনা জাগিল চিতে উরস উপরে
বাঁধিবারে বাহু-পাশে চরণ যুগল।

বেদনা জাগিল বড়—মনে হ'ল যবে
ভুল নাই পাষাণীরে এত অপরাধে ;
গুমরি গুমরি হিয়া কাঁদিল নীরবে,
মরমে মিলন-সাধ মরিল বিষাদে।

নয়ন মুছিলে নাথ ! ওষ্ঠ পরশনে,—
ঘুম ভেঙ্গে দেখি ভ্রম ঘটিল স্বপনে !

১৭।১২।১১ বসিরহাট

প্রেম-নিধি

কি দিব তোমারে বঁধু! আমি অভাগিনী,
কাঙ্গালিনী কোথা পাবে যোগ্য উপহার?
তুমি রাজ-রাজেশ্বর, আমি ভিখারিণী,
পৃথিবীর পথ-ধূলি শয়ন আমার!

হের নাথ! শত-ছিন্ন আশার অঞ্চল,
চাহিতে বদন পানে মরি যে লজ্জায়!
তপ জপ সাধনার রত্ন-সমুজ্জ্বল
কোথা পাব কণ্ঠ-হার পরাতে গলায়?

তোমার আবাস-ভূমি, হে মরম-চারী!
নিগূঢ় মরমে মম, পরম যতনে
লুকায়ে রেখেছি এক মণি মনোহারী,
সে আমার প্রেম-নিধি, সঁপিনু চরণে।

জানি আমি নিজে নাথ! নহি যোগ্য তব,
তবু না ফিরাবে তুমি সে প্রেম-বৈভব!

১৭।১২।১১ বসিরহাট

স্বপনে কি জাগরণে

একদা তন্ময় হ'য়ে তোমারি চিন্তায়
আলু থালু চিত্ত মম ঘুমে পড়ে ঢুলে ;
সঙ্গীতের স্থর সম জগৎ মিলায় ;
বাস্তব, কল্পনা মিশে স্বপনের ভুলে।

চেতনা নিভিয়া গেল দেহের ভিতর,
চিত্ত মাঝে চিন্তা ধীরে হইল নিশ্চল ;
থেমে গেল অন্তরের অনন্ত লহর,
স্থগভীর নীরবতা ছায়িল সকল।

মানস-শ্রবণে মম পশিল সহসা
মৃদু ক্ষীণ ক্রমে পীন রুণু রুণু ধ্বনি ;
কার যেন তনু-গন্ধে আকুলা বিবশা
মূরছি পড়িল হিয়া আবেশে অমনি।

জেগে দেখি—রস-দ্রব এ হৃদয়-ভূমি,
স্বপনে কি জাগরণে তুমি গেছ চুমি !

৫।১২।১১ বসিরহাট

লীলা অবসান

তোমার মরম মাঝে মিশাইয়া মোরে
রেখেছিলে করি লীন তোমার ভিতর ;
সাধ হ'ল দেখিবারে দুটি আঁখি ভরে',
ধীরে আধ * প্রকাশিলে মম কলেবর।

তার পর পূর্ণ রূপে করিয়া বাহির
আলিঙ্গন-চ্যুত করি হ'লে অদর্শন ;
সে অবধি ঘুরে মরি বিরহে অধীর
মহাশূন্যে কক্ষ-হারা গ্রহের মতন !

কত কোটি যুগ পরে, কত জন্ম শেষে,
ধরিতে চরণ দুটি হৃদয় মাঝার,
নয়ন সলিলে ভাসি' পাগলিনী বেশে
আজি আসিয়াছে দাসী দুয়ারে তোমার !

খেলা আজি কর সাঙ্গ, লীলা অবসান,
আমার আমিত্ব টুকু করহ নির্ব্বাণ !

৫।১২।১১ বসিরহাট

---

* সৃষ্টির প্রাকালে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ; প্র :—

সাধে ভয়

হে রবি! বদনে রাখি বিমুগ্ধ নয়ন,
ঘিরি তোমা মনো-মহী ঘোরে বার বার ;
বড় সাধ—বক্ষে তব লভি আলিঙ্গন
একেবারে আপনারে করি চূরমার !

হে দীপ! আলোক-বৃত্ত করিয়া বেষ্টন
ঘোরে শত পতঙ্গম কামনা আমার ;
বড় সাধ—দিব্য শিখা করি পরশন
নিঃশেষে পুড়িয়া মরি তোমার মাঝার !

হে পদ্ম! তোমারে ঘিরি গুঞ্জে অনিবার
প্রাণের পিপাসা মম লক্ষ অলি রূপে ;
বড় সাধ—মরি যদি, তবু একবার
কণ্ঠ ভরি করি পান পশি মধু-কূপে !

ভয় শুধু—আমিত্বের ঘটিলে মরণ,
না জানি কেমনে হবে রস আস্বাদন !

৩০।১১।১৫ বসিরহাট

অতীন্দ্রিয়

হৃদি-গুহা পরিহরি সুখের সন্ধানে
বাহির হইয়া দেখি—দুরন্ত সাগর !
অতৃপ্তির ঊর্ম্মিরাশি বহিল পরাণে ;—
সভয়ে ফিরিনু তাই মরম ভিতর।

হেথা সুপ্ত চিত্ত-বায়ু, স্তব্ধ চিদাকাশ,
নাহি আর ইন্দ্রিয়ের তরঙ্গ-কম্পন ;
ঊর্দ্ধে নিম্নে অচঞ্চল জ্যোতির বিলাস,
মাঝে তার ধীরে ফোটে তব চন্দ্রানন।

কত জন্ম ছিনু নাথ ! আলিঙ্গন-হারা,
তাই বুঝি পরশের নিবিড়তা তব
আমারে করিল আজি প্রাণ-মন-হারা,
আত্ম-হারা, সংজ্ঞা-হারা, যেন জড় শব !

ভাবের সমাধি মাঝে, ইন্দ্রিয়ের পার,
আমিত্বের অবসানে আনন্দ অপার !

৬৷১২৷১১ বসিরহাট

লোকাতীত ভূমি

মিলনের পূর্ব্ব ক্ষণে পিয়াসা অধীর,
সুনিবিড় সুখ-ভোগ মুহূর্ত্ত মিলনে,
মিলনান্তে মহাশান্তি নিশ্চল গভীর,—
সকলি মিলিল নাথ ! তব আগমনে !

সে মুহূর্ত্তে ও চিন্ময় আঁখি-পথ দিয়া
যে অপূর্ব্ব জ্যোতি-শিখা পশিল মরমে,
নিমেষে নিঃশেষে তাহা দিল বিদূরিয়া
কোটি জনমের মম পুঞ্জীভূত তমে।

নাহি চাই আলিঙ্গন, অথবা চুম্বন,
দরশের সাধ টুকু চির তিরোহিত ;
সার্থক জনম মম, সার্থক জীবন,
আপনার মাঝে আমি আজি তিরপিত !

নাহি ভাষা—নাহি ভাব—নাহি আর তুমি !
আনন্দ লুকায় ! এ কি লোকাতীত ভূমি !

১১।১২।১১ বসিরহাট



মধ্য-যাম

মলিনার আত্ম-বিকাশ

প্রত্যাবর্ত্তন

আমি পাতকিনী তোমারে ভুলিয়া তাহারে সঁপিনু প্রাণ,
নীচ সহবাসে নারকিনী হ'য়ে খোয়ানু তোমার মান!
ভালবেসে মোরে যাহা দিয়েছিলে, সকলি সঁপিনু তায় ;
তবু তার মন না পাইনু কভু, দহে মোরে পায় পায়!

২

তুমি ত গো নাথ! এত অযতনে পাসরিলে নাহি মোরে,
আড়ালে দাঁড়ায়ে আমার লাগিয়ে তিতিলে নয়ন-লোরে!
সে যে নিদারুণ, তুমি কি করুণ! দয়ার নাহিক ওর!
নাহি কর রোষ, নাহি ধর দোষ, ভাবিতে পুলকে ভোর!

৩

সাজায়ে পসরা দিয়েছিলে ভরা ভাসায়ে নদীর জলে,
আজি ভাঙ্গা তরী ডোব' ডোব' হ'য়ে ফিরিল চরণতলে!
নয়নে আমার লেগেছে আঁধার, শ্রবণে পশে না বাণী ;
মরমে তোমার রাখ মলিনার মলিন পরাণ খানি!

নির্ব্বেদ

আমি ত নিলাজ, বঁধু! লাজ নাহি চিতে,
মলিন হৃদয় ল'য়ে চলেছি দেখিতে।
জর জর ছেঁড়া কাঁথা অঙ্গের ভূষণ,
পতিতার পূতিবাস ছুটে অনুক্ষণ।
হাদে মোর রুখ্ চুল, পাগলীর বেশ,
ধূলি-মাথা দেহে নাই চারুতার লেশ।
তুমি যে ডাকিয়া ল'বে হেন আশা নাই,
না ডাকিতে আমি নিজে চলিয়াছি তাই!

নিরমল তনু তুমি মদন-মোহন,
কত সতী সেবে পদ দাসীর মতন!
না ভাবিয়ো চরণের রেণু পরশিয়া
ব্যথিত করিব তব স্বজনের হিয়া।
মলিনার সাধ—শুধু আঁখি দুটি ভরি
উপেখার হাসি টুকু দেখে' যাব হরি!

সঙ্গোৎকণ্ঠা

বঁধু নাম নিতে আঁখি জলে ভেসে যায়,
বঁধু নামে কত মধু কি বলিব কায় ?
বঁধু গেহ, বঁধু দেহ, বঁধু যে পরাণ,
বঁধুর বিহনে আমি শবের সমান।
সুখে বঁধু, দুখে বঁধু, বঁধু বিনা নাই,
জনম জনম ধরি বঁধুরে ধেয়াই।
বধু জপ, বঁধু তপ, বঁধু মোর সার,
এমন বঁধুর কথা কি বলিব আর !
যে করে বঁধুর তরে আমার হৃদয়,
বধু বিনে আর কেহ বুঝিবার নয় !
যে করে বঁধুর নাম, ধরি তার পায়,
ছাড়িতে তাহার পাশ হিয়া নাহি চায়!
কোথা গেলে বঁধুয়ার দরশন পাই ?
মলিনা পাগল প্রাণে ছুটিয়াছে তাই।

জপ-মালা

পিরীতি-কমল-বীজে গেঁথেছি গোপনে নিজে
জপ-মালা খানি ;
দিবা নিশি অবিরাম জপি বসি বঁধু-নাম,
অন্য নাহি জানি।
জপিতে জপিতে নাম কামনার ঘুচে কাম,
বাসনা ফুরায় ;
জপিতে জপিতে নাম ভুলে' যাই বিশ্ব-ধাম,
চেতনা লুকায়।
প্রশান্ত হৃদয়-সিন্ধু, নাহি আলোড়ন বিন্দু,
মুখ-ইন্দু ফুটে ;
ভাবের প্রবাহ স্থির, নিস্তরঙ্গ স্মৃতি-নীর,
ধী.র চিত্ত লুটে।
আতল মরম মোর করিল আলোকে ভোর
বঁধুয়ার রূপ ;—
জপ-শেষে আত্ম-হারা মলিনা পাগলী পারা,
পূর্ণ রস-কূপ !

———

ব্রজ-প্রবেশ

জপ শেষে চেয়ে দেখি—সফল জীবন,
মানস-নয়নে জাগে বরজ-ভুবন।
বরজের তরু-লতা, বরজের ফুল,
বঁধু-নাম ধরি বুকে দোলে দুল্ দুল্।
বঁধুর চরণ-রেণু বরজের ধূলি,
বঁধুর মধুর নাম গায় পাখীগুলি।
ওই কি যমুনা? ও যে বাঁশরীর সুর
ভাবের লহরে নাচে রসভরপূর।
শ্যামলী ধবলী নহে, যশোদার প্রাণ
ধরিয়া গাভীর দেহ করে ক্ষীর দান।
চলে ব্রজ-গোয়ালিনী মাথে ল'য়ে ভার,
দুধের পসরা, ঘন পিরীতির সার।
ধরণী ধূলির দেহ, বরজ হৃদয়,
সে বরজ মলিনার প্রাণ কেড়ে লয়।

ব্রজ-বিলাস

বরজের তৃণ, বরজের ধূলি,
বরজের আধ ফোটা ফুলগুলি,
বরজের বেণু, বরজের ধেনু,
ব্রজের যমুনা, বরজ-ধাম—
রসের আধার, পিরীতি-পাথার,
ভূতলের সার, গোলকের হার,
কামনা আমার, সাধনা আমার,
বিজড়িত যাহে বঁধুর নাম।
প্রতি ফুলে তার তনু-সৌরভ,
পথে পথে তার পদ-গৌরব,
পাতে পাতে তার নয়ন-আসার,
লহরে লহরে অকাম কাম ;
কদম্ব মরি তাহার পুলক,
দীপে দীপে তার নয়ন আলোক,
বনে বনে বয় পরশ-মলয়,
ধ্যান-ভরা তরু দিবস যাম।

গোষ্ঠ-দর্শন

একদিন শুয়েছিনু ভাণ্ডীরের বনে,
দুপুরে তমাল-তলে ডুবিয়া স্বপনে।
শু'য়ে শু'য়ে ভাবিতেছি বঁধুয়ার মুখ,—
অকস্মাৎ দুরু দুরু কেঁপে ওঠে বুক!
পশিল শ্রবণে মম সুদূর কল্লোল
রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু নূপুরের রোল।
নেচে নেচে এল কাছে রাখালের দল
শ্রীদাম সুদাম দাম শ্রীমধুমঙ্গল;
কটি-তটে পীত ধড়া, শিখী-চূড়া শিরে,
ফোটা ফুল জিনি মুখ ধো'য়া প্রেম-নীরে।

রাখালের চক্র মাঝে নাচে এক জনা,
অঙ্গের লাবণি ঝরে বিজলির কণা।
পুলকে মলিনা কাঁপে সখাদের মাঝে
নেহারি সে নব ঘন রাখালের রাজে!

কানু-কীর্ত্তন

দূর হ'তে দেখিলাম—চলে গোপদল,
কানুর কীর্ত্তনে পথ করে টল মল।
কেহ নাচে, কেহ গায়, করে কোলাকুলি,
কেহ কাঁদে, প্রেমাবেশে কেহ পড়ে ঢুলি।

সাধ হ'ল—ভুলি গিয়া মলিন পরাণ
নাচি গাই কাঁদি হাসি তাদের সমান,
ছুটিয়া ঝাঁপায়ে পড়ি সে প্রেম-বন্যায়,
লুটাই সবার পায় পাগলীর প্রায়।

তখনি পড়িল মনে নাহি মোর ঠাঁই
ব্রজের রাখাল মাঝে, লাজে মরে' যাই!
চমকি দাঁড়ানু দূরে মুদিয়া নয়ন,
চেয়ে দেখি ছবি খানি স্বপন মতন
লুকাল, লুটায়ে একা আকুলি বিকুলি
সর্ব্বাঙ্গে মলিনা মাথে পথের সে ধূলি!

কেলি-কদম্ব

ছাড়ি সে কানন কাতর চরণ,
নয়ন-সলিলে ভাসি,
কালিন্দী-কূলে তরু-পদ-মূলে
বিরলে বসিনু আসি।
বসিতে বসিতে ভাবাবেশ চিতে,—
মরম ভরিয়া মোর
কি বা সৌরভ পশিয়া সহসা
হৃদয় করিল ভোর!

২

বিস্ময়ে চাহি দেখিনু—সমুখে
দাঁড়ায়ে নয়নারাম
কদম্ব তরু; ডালে ডালে কি বা
কচি কিসলয়দাম।
তাহে থোপা থোপা প্রাণ-মন-লোভা
ফুটেছে কত না ফুল;
সারা বিটপীর প্রতি রোম যেন
গভীর হরষাকুল!

৩

চেয়ে দেখি—আহা! তরু সে ত নয়,
কেলি-কদম্ব রূপে
ব্রজ-কিশোরীর শ্যাম-অনুরাগ
ফুটিয়াছে চুপে চুপে!
পুষ্প ত নহে, রোমাঞ্চ বহে
প্রতি পল্লব-বন্ধ;
কণ্টকময়ী কাঁদিছে মলিনা
নয়ন-সলিলে অন্ধ।

বাহু-বিরহিতা

যামিনীর শুভ্র জ্যো'স্না যমুনার বুকে
স্বপনের স্মৃতি সম মৃদু বিজড়িতা ;
ও কে বালা করাঙ্গুলি রাখিয়া চিবুকে
নিশীথে তমাল-তলে বাহু-বিরহিতা ?

মৃদু পদে অস্ত যায় অষ্টমীর শশী,
গমনে লুটিছে পিছে রজত অঞ্চল ;
কি ভাবে বিভোরা বালা তবু রহে বসি ?
বিলুণ্ঠিত পদতলে শুষ্ক ফুলদল।

অকস্মাৎ যমুনার স্তব্ধ নীরবতা
ভঙ্গ করি উথলিল মুরলী-নিস্বন ;
আত্ম-হারা গোপিনীর স্বপ্ন-মগনতা
টুটি বঁধু বাহু-পাশে করিল বন্ধন।

কানে কানে কহে বঁধু—"এসেছি কিশোরি !"
আঁখি মুদি কহে বালা—"গেলে কবে হরি ?"

তন্ময়ী

রাজার ঝিয়ারী নওল কিশোরী
রূপের তুলনা নাই,
কালিয় বরণ কানুর চরণ
ধেয়ানে ধরিল রাই।
কুলের ধরম সরম ভরম
ডালি দিল বঁধু-পায়,
আপন বলিতে যা কিছু আছিল
সকলি সঁপিল তায়।

২

বঁধু বিনা আর কারে নাহি জানে,
আন নাম নাহি মুখে,
জগতের মরি যতেক মূরতি
বঁধু হ'য়ে রহে বুকে।
নয়ানের তারা বঁধু-রূপে হারা,
ভুবনে না হেরে আন,
বঁধু-গাথা ছাড়া আন গীতি মরি
শুনিতে বধির কান!

৩

শ্রবণ মনন ধারণ চিন্তন
বচন স্মরণ তার,
নানা ফুলে গাঁথা মালার মতন
একছ পিরীতি হার।
বঁধুর লাগিয়া কলঙ্ক-কাঁকন
করের ভূষণ করে,
বঁধুর যতেক আলাই বালাই
আপনার দেহে ধরে।

৪

গুরু-গঞ্জনায় প্রাণ ভেঙ্গে যায়
নয়নে না আনে জল,
পাছে দুখে তার প্রাণ-বঁধুয়ার
বিদরে মরম তল!——
এ হেন গোপীর আপনা-পাশরা
পিরীতি যাহার নাই,
কেন সে মলিনা মাগে বঁধুয়ারে?
লাজে কি মরে না ছাই?



মধু-স্নেহ

একদা দুপুরে বৃকভানু-পুরে
অঙ্গনে ছিনু দাঁড়ায়ে আমি ;
বাতায়ন-পথে দেখিনু চকিতে
রাধার সজল বদন খানি।
কি জানি কি সুখে কাঁদিয়া উঠিনু,
কি দুখে হাসিনু পাগল পারা ;
অঙ্গুলি তুলি দেখায়ে আমারে
কহিল নাথের নয়ন-তারা :—

২

"রাজ-নন্দিনী যেন বন্দিনী
করি মোরে কেন গড়িল বিধি ?
যদি তা করিল, কেন বা গাঁথিল
এ পোড়া হৃদয়ে প্রণয়-নিধি ?
যদি লো বিধাতা উহারি মতন
নীচকুলনারী করিত মোরে,
স্বাধীন জীবনে রহিতাম সখি !
দাসী হ'য়ে মোর বঁধুর ঘরে।

৩

বঁধুর উপেখা ফুল-শর সম
ধরিতাম সখি ! পাতিয়া বুক ;
গোপন সোহাগে চরণ সেবিয়া
উপজিত মনে পরম সুখ !

বন-ফুল তুলি ফুল-মালা গাঁথি
সাঁজের আলোকে দিতাম গলে ;
জানিত না নাথ প্রেম নিবেদন,
ধরিতাম পদ ধোয়ার ছলে ।”

৪

রাধার বচনে বিমলিন মনে
নিরমল প্রেম বেকত ভেল,
গভীর গভীর পিরীতে গোপীর
মরম-বেদনা ডুবিয়া গেল ।
অভাগী মলিনা নাথ-ভিখারিণী,
বঁধু-আদরিণী রাজার ঝি ,
হেন সুভাগিনী চাহে তার ভাগি,
স্মরি শিহরিল, কহিবে কি !

রসোজ্জ্বলা

একদা বিপিনে যমুনা পুলিনে ধরিয়া সখীর কর
শ্যাম-সোহাগিনী গায় বিনোদিনী বঁধু-প্রেমে গর গর :—

“নীল রতনে নীল বসনে আবরি রাখিব বুকে,
নয়ন মুছিয়া রহিব ডুবিয়া তাহার পরশ-সুখে ।
নীল যমুনায় সিনান করিতে আঁচলে বাঁধিয়া নি’ব,
করে পরশিয়া উঠিব নাহিয়া, কারে না জানিতে দি’ব ।
নিশীথ-আকাশে নিভিলে জোছনা, তিমিরে বাহির করি
নিরালা হেরিব নীল মণিটিরে মণির আলোকে মরি !”

গারিতে ললনা পুলক মগনা নিমীলিল আঁখি-তারা,
উরস চাপিল, বুঝি বা ভাবিল— আছে, কি বা হ'ল হারা !
যতেক ভুবনে আছে সাধু জনে সবে যে মণির চোর
রাজ-সম্পদে দলি পদতলে যে মণিতে রহে ভোর,
যে মণির লাগি মুনি ঋষি কত বরষ বরষ ধরি
যুগে যুগে যুগে যোগ নিমগন চুরির সাধন করি,
সাধন ভজন নাহি কিছু যার এ হেন গোপের নারী
না জানি কি গুণে লভিল সে মণি মরম বুঝিতে নারি !

ভাবিতে সহসা পুলকে পূরিনু, বুঝিনু গোপন মনে—
রাই রূপে নিজে করে বঁধু মোর পিরীতি আপন সনে !
সাধন রাধার সরল পরাণ, বঁধুর পিরীতি যোগ,
বঁধুর চরণে চিত অরপিয়া আপনারে দিল ভোগ !
এ হেন পিরীতি যে করে তাহার আঁচলে বঁধুয়া বাঁধা,
মুনি ঋষি যার চরণ-ভিখারী, তার অধিকারী রাধা ।
আমি যে মলিনা আপন-মগনা, কেমনে মিলিবে মোরে ?
বঁধুর যে বঁধু, সে বাঁধে বঁধুরে সহজ-পিরীতি-ডোরে ।

অকারণ মান

দাঁড়ায়ে আড়ালে দেখিনু—নাথের নয়নে বহিছে ধারা ;
রাই কমলিনী হইল মানিনী, তাই সে পাগল পারা !
নব জলধর বঁধুয়া আমার উপেখার হিম বাতে
গলি গলি যেন নীরবে ঝরিছে আকুল কুলিশ-পাতে !

২

মধুর যামিনী, মধুর চাঁদিনী, মধুর-হৃদয় বালা
চাহি চাঁদ পানে হৃদয় চাঁদের কণ্ঠে পরাতে মালা,
নাথের উরসে উজল মণির মুকুরে আপন ছায়া
হেরি বিনোদিনী হইল মানিনী, কাঁপিল কনক-কায়া।

৩

অমনি থামিল, মালিকা ছিঁড়িল, নয়ন মুদিল রাই ;
সোহাগ-বচন পেয়ে কি বেদন ফিরিল মরম-ঠাঁই।
মরম ভিতর কি ভাব লহর কিছু না বলিল মুখে,
ফিরা'ল বঁধুরে নিঠুর বচনে পাষাণ বাঁধিয়া বুকে !

৪

সুপ্ত পবন, নাহি আলোড়ন, স্বচ্ছ মরম-তল ;—
ক্ষুব্ধ সহসা হৃদয়-সাগরে গরজে উরমিদল !
কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল বঁধুয়া, চরণে চরণ বাধে ;
এ কি অ-কারণ মানের সৃজন ! মেঘ আবরিল চাঁদে !

৫

মঞ্জু চরণে কুঞ্জ-কাননে একাকী পশিল নাথ ;
নীপ-তরু-তলে বসিল নীরবে কপোলে রাখিয়া হাত।
কদম্ব সম কণ্টকী তনু অতীত সোহাগ স্মরি ;
রোষ নাহি করে, দোষ নাহি ধরে, প্রেমেতে বিভোর হরি।

৬

মনে পড়ে কবে চাতুরী করিয়ে লুকালে তমাল আড়ে,
কাঁদি বিনোদিনী কত না খুঁজিল প্রতি তরুতলে তারে!
মনে পড়ে কবে কুসুমিত-কেশা চরণ মুছাতে কেশে
হৃদয়ে ধরিয়া নয়ন মুদিয়া রহিল পুলকাবেশে!

৭

মনে পড়ে কবে ঘন-বরিষণে বঁধুর বারণ ভুলি
অমার আঁধারে ধায় অভিসারে মঞ্জীর নাহি খুলি ;
সঙ্কেত-পথে আসি পাগলিনী, নয়নে না হেরি প্রভু,
কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল ভবনে, তাঁরে না দূষিল তবু!

৮

মনে পড়ে কবে সখীগণ মাঝে আপনা ভুলিয়া গিয়া
কাঁদিয়া চুমিয়া বুকেতে টানিয়া পাগল করিল হিয়া!
আজি মনে পড়ে, অপরা আভীরা যখন চুমিল মুখে,
আনন্দে রাই মুগ্ধ হৃদয়ে তাহারে ধরিল বুকে!

৯

মনে পড়ে কবে বাসক-সজ্জা অপেখা-আকুল করে
বঁধুয়ার ভ্রমে বাঁধিল উরসে শ্যামল তমালবরে!
আজি মনে পড়ে, মনের ভরমে আপনারে ভাবি নাথ,
বিগলিত লাজে বাঁধিবারে বুকে বাড়াল দুখানি হাত!

১০

পুন মনে পড়ে, বাঁধি ভুজে ভুজে বঁধু-কোলে শুয়ে রাই
সহসা কি যেন কিসের অভাবে চমকি উঠিল চাই' ;
চাহি নাথ-মুখে, চাপি কর বুকে, আঁখি-জলে ভেসে কয় ঃ
"কোথা গুণমণি ?" কহিতে অমনি মূরছিত পড়ি রয় !

১১

মনে পড়ে, সেই কুঞ্জ-ভঙ্গে ছাড়িয়া বঁধুর কোল
সঙ্গিনী সনে যাইতে ভবনে পশে কানে 'হরি বোল' ;
আর না উঠিল চরণ যুগল, লাজ ভয় ভুলি বালা
আছাড়ি পড়িল নাথ-পদতলে, যেন রে ছিন্ন মালা !

১২

এত এ পিরীতি নিবসয়ে নিতি হিয়ার মাঝারে যার,
সে কেন মানিনী নিঠুরা এমনি বঁধুরে রুধিল দ্বার ?
ভাবিতে ভাবিতে মহাভাব চিতে, মূরছি পড়িল নাথ ;
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি অভাগিনী চরণে লুটানু মাথ।

১৩

অধীর অধীর নয়নের নীর নিবারণ নাহি যায়,
সাধিয়া কাঁদিয়া রাধারে আনিয়া সঁপিতে পরাণ চায় !
মলিনার হিয়া জানিবে কেমনে মানের মধুর রস ?
বঁধু যারে মানে, সেই শুধু জানে বঁধুয়া মানের বশ।

১৪

বঁধুরে ছাড়িয়া আসিনু ছুটিয়া রাই দেখিবার সাধে ;—
আহা কি দেখিনু ! সখীগণ মাঝে ধূলায় লুটায়ে কাঁদে !
আপন প্রতিমা বিস্মিত হেরি নাথ-বুকে, ভাবি আন,
অকারণ মানে কাঁদাল বঁধুরে, স্মরণে বিদরে প্রাণ।

১৫

কহিছে কাতরা—"কানু আন ত্বরা, নাথের চরণ-মূলে
অপরাধময়ী লুটাব রসনা বিঁধিয়া শাণিত শূলে।"
এ কেমন মান! এ কি অভিমান! বঁধু-বিমুখিনী বালা
বঁধুর লাগিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া বহিছে পিরীতি-জ্বালা!

১৬

বঁধুর পিরীতি ক্ষীরোদ সাগর, তাহে অকারণ মান
দুখের লহর তুলে অবিরল সুখেতে ডুবাতে প্রাণ!
সুখের মিলন, দুখের বিরহ, মানের ভিতরে পাই
পিরীতি-উথল রসে টল মল সুখ দুখ এক ঠাঁই!

বংশীধ্বনি

নিস্তবধ মধ্যাহ্নের নীরবতা করি দূর
অহেতু আনন্দ-রসে ব্রজ-হিয়া করি পূর
বাজিল মুরলী;
অনন্ত অসীম নভ সে সুরে উঠিছে ভরি;
ক্ষুদ্র তৃণ, ধূলিকণা সে সুর হৃদয়ে ধরি
পড়িতেছে ঢলি।
সে সুরে পুলক ভরে কদম্ব শিহরি উঠে,
চম্পক অশোক নাগ কানন ভরিয়া ফুটে,
অশথ নিশ্চল;
উল্লসিত গিরি-দরী, নির্ঝর হরষে ঝরে,
বাড়ায় তরঙ্গ-বাহু যমুনা প্রণয় ভরে
আকুল বিহ্বল।

জড়ের ভিতরে বুঝি সে সুরে চেতনা জাগে,
নবীন জীবন পেয়ে সবে নব অনুরাগে
হ'য়ে তৃষাতুর
বাঁশরীর সুর-সুধা আকণ্ঠ করিছে পান,
আস্বাদ করিছে যেন সে সুরে কাহার প্রাণ
অজ্ঞাত মধুর !

২

মুরলীর মোহময় মধুময় শুনি রব
নৃত্য করে রঙ্গ ভরে ময়ূর ময়ূরী সব
সুখে পুচ্ছ তুলি ;
শুক সারি পিক আদি যতেক সুকণ্ঠ পাখী
ডালে বসি শুনে বাঁশী আনন্দে মুদিয়া আঁখি
নিজ গান ভুলি ।
চকিত বিলোল নেত্র ঊর্দ্ধ পানে প্রসারিয়া
আনন্দে কুরঙ্গ-যূথ সে সুর-অমিয়া পিয়া
থমকি দাঁড়ায় ;
মধুর বেণুর গানে আকুল ধেনুর প্রাণ,
বৎস গুলি ভুলি গিয়া জননীর স্তনপান
দিশাহারা ধায় ।
স্থাবর জঙ্গম যেন লভিতে সঙ্গম কার
অবিদিত ভাব ভরে খুলিয়া হৃদয়-দ্বার
রহে প্রতীক্ষায় ;

কে যেন আড়ালে বসি করিতেছে আবাহন,
তার যেন সাড়া পেয়ে, অচেতন, সচেতন,
প্রেমাবেশে ধায় !

৩

যমুনা মথিত করি মধুর মুরলী-স্বর
মোহিত করিল গিয়া গোপ-গোপী-হৃদি-পুর
সুদূর গোকুলে ;
যেমনি শুনিল বাঁশী, উদাসী হইল হিয়া ;
অদৃশ্য কুহক যেন সবারে টানিয়া নিয়া
আনে নদীকূলে।
কান্ত-পদ-সেবা-রতা চরণ ছাড়িয়া ধায়,
অনাদর ভুলি তার পতি বন-পথে ধায়
সুর অনুসরি ;
শিশু ফেলি ধায় নারী,—পয়োধরে ক্ষীর ঝরে ;
বনিতার বাহু-পাশ বাঁধিতে না পারে নরে ;
চলে ত্বরা করি।
কে যেন কোথায় বসি ডাকে নিজগণে তার,
গেহ দেহ ভুলি তাই নর নারী অনিবার
চলে তার পানে ;
কুল মান ভোলে গোপী, বিহ্বল গোপের প্রাণ ;
নাচে সবে নদী-তীরে আনন্দ করিয়া পান
পাগল পরাণে।

৪

বাঁশীর সুরের নেশা সবারে পাগল করে,
যুবক যুবতী কি বা বালবৃদ্ধ সম স্বরে
করে সংকীর্ত্তন ;
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ 'কৃষ্ণ কোথা' ডাকে ;
কেহ বা যমুনা-বারি প্রেমানন্দে অঙ্গে মাখে
স্মৃতি-নিমগন।
কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ সখা, সখী কেহ,
কিঙ্কর কিঙ্করী ভাবে কেহ বা লুটায় দেহ
হ'য়ে আত্ম-হারা।——
কেবল বিরলে এক কিশোরী আছিল ধ্যানে,
বঁধুর বাঁশরী-সুর পশেনি তাহার প্রাণে
ভেদি দেহ-কারা।
নিগূঢ় মরমে তার যে প্রেম-যমুনা বয়,
না উঠে তরঙ্গ তাহে ; শান্ত সুপ্ত সে হৃদয়
অতল অটল ;
বাহ্য উন্মাদনা ওই বাঁশী তথা নাহি বাজে,
বংশীধর নিজে তার দেহাতীত চিত্ত মাঝে
মগ্ন অবিরল !

বিভোরা

যমুনার কালো জলে গাগরী ভাসিয়া যায়,
অঞ্চল লুটিছে নীরে সাঁঝের চঞ্চল বায় ;
দূরে ডোব' ডোব' রবি, ধরার কনক ছবি
মুছিয়া যেতেছে ধীরে মলিন আঁধার-ছায় ;
কি ভাবে বিভোরা বালা কিছু না দেখিতে পায় !

২

কদম্বের শ্বেত রেণু কিশোরীর কালো কেশে
সুগন্ধ পশরা নিয়ে উড়িয়া পড়িছে এসে ;
লুকায়ে কদম্ব-শাখে পিক কুহু কুহু ডাকে,
একে একে তারা গুলি চাহিছে মধুরে হেসে ;—
কিছু না দেখিছে, হিয়া কোথায় গিয়াছে ভেসে !

৩

দেখিতে দেখিতে ক্রমে আঁধার ঘনায়ে আসে,
গগনে নীরদমালা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ভাসে ;
ক্রমে পড়ে বারিধার, সারা অঙ্গ ভিজে তার,—
তবু না চেতনা ফিরে বালার শরীর-বাসে ;
না জানি পরাণ বাঁধা কি গভীর প্রেম-পাশে !

৪

পিছু হ'তে আসি বঁধু সহসা বাঁধিল বুকে,
তবু না চেতনা ফিরে, তবু নাহি কথা মুখে !
অমর পিরীতি তার না রহে সে দেহে ছার,
কেমনে ফিরিবে আর পরাণ পরশ-সুখে ?
বঁধুয়া চরণে লুটে কে জানে সুখে কি দুখে !

রাস-লীলা

ব্রজের মধুর রস যমুনার রূপ ধরি
আজি কি বা বহি যায় তর তর তর করি।
প্রেমের পরশ আজি অতনু মলয় রূপে
নিকুঞ্জ-হৃদয়ে পশি ঢালে মধু চুপে চুপে।
উথলি মধুর রসে কুসুমের মৃদু হিয়া
সৌরভের বেদনায় উঠিতেছে শিহরিয়া।
বিথারিছে উন্মাদনা কদম্বের নব দল,
দিশি দিশি ছুটিতেছে মল্লিকার পরিমল।
মাধবীর আলিঙ্গনে চূত-হৃদি মুকুলিত,
অকাল বসন্তোদয়ে বৃন্দাবন পুলকিত।
ধরণীর তপ্ত বুকে চন্দ্রিকা পড়িছে ঝরি,
প্রেমিকার প্রাণ খানি আনন্দে উঠিছে ভরি।
আকাশে অযুত তারা একটি নয়ন মত
পূর্ণিমার শশী-মুখে চেয়ে আছে মন্ত্রাহত।

২

বিভোরা বধুর প্রেমে চঞ্চল চরণে রাই
লোটায়ে অঞ্চল খানি পশিল সঙ্কেত-ঠাঁই ।
ফুলময় তনু খানি প্রেম-ভরে পড়ে ঢলি,
বঁধু-মুখ সোঙরণে পুলকাশ্রু পড়ে গলি ।
সহসা অপূর্ব্ব ভাব অন্তরে উদিল তার,
বহু স্বাদ বঁধুয়ারে দিতে চাহে বার বার ।
সকল সখীরে ডাকি রাস-মঞ্চ বিরচিল,
আপনার হিয়া খানি সবারে বাঁটিয়া দিল ।
অজ্ঞাতে সবার প্রাণে আকুল বাসনা জাগে,
রাধার হৃদয়-চাঁদে বাঞ্ছে সবে অনুরাগে ।
যুগল-মিলন লাগি আকুলা আছিল যারা
শ্যামেরে ধরিতে বুকে আজি পাগলিনী তারা !
রাধার মনের ভাব অন্তরে জানিল বঁধু,
সহসা পারশে শ্যাম হেরে প্রতি ব্রজ-বধূ !

৩

উতল বিভল হিয়া যতেক আভীর-বালা
ভুলি লাজ হের ধায় জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা।
বঁধুরে হৃদয়ে নিয়া কেহ করে আলিঙ্গন,
নয়ন মুদিয়া কেহ করে রূপ দরশন।
অঙ্গের পরশে কার এলাইয়া পড়ে দেহ,
চুম্বন করিতে গিয়া চেতনা হারায় কেহ।
কেহ বা গাহিতে গান আপনা পাশরি যায়,
প্রেমে গদ গদ কণ্ঠ, অস্ফুট কূজন তায়।
আনন্দে নাচিতে গিয়া বিহ্বল চরণ কার
তাল মান লয় ভুলি তিলেক না উঠে আর।
শ্যামের বাঁশরী কাড়ি কেহ তাহে পূরে তান,
"শ্যাম শ্যাম শ্যাম" নাম ফুটে তাহে অবিরাম।
প্রেমে ডগমগ দেহ, নীরে অন্ধ আঁখি দুটি,
বঁধুরে ধরিতে বুকে চরণে পড়িছে লুটি।

৪

দূর হ'তে দেখি রাধা প্রেমানন্দে পুলকিত
সে রাস-মণ্ডপ-ধূলি মাখে অঙ্গে বিমোহিত।
বহু স্বাদ বিনোদিনী বঁধুয়ারে দিল আজ,
একের পিরীতি বঁধু ভুঞ্জিল সবার মাঝ।
আজি রাই বিশ্বময় আপনারে করি দান
বহুর ভিতরে এক বঁধুরে করিল পান।
এক শশী কুমুদিনী—এক বঁধু বিনোদিনী
রসের লহরে আজি বহু রূপ বিকাশিনী।
অকস্মাৎ সে সম্মোহ টুটি গেল স্বপ্ন সম,
নিদ্রোত্থিত গোপীকুল অবিদিত অনুপম
সুখাবেশে আলু থালু অলস বিবশ কায়
খুঁজিতে লাগিল সবে ত্রস্তে শ্যাম রাধিকায়।
কোথা না পাইয়া শেষে নয়ন মুদিল সবে,—
মিলিত যুগল রূপ মরমে ফুটিল তবে!

—০—

দিব্যোন্মাদিনী

যমুনার নীল জলে 'গাহন করিতে রাই
ভাবেতে ভরল তনু, দেহে আর মন নাই !
কোথায় লুটিছে তার নীলাম্বর কে বা জানে,
আলু থালু কেশ-পাশ, স্বপন-আবেশ প্রাণে।
নীল অঙ্গ বঁধুয়ার—নীল নীর যমুনার
আলিঙ্গনে বাঁধিয়াছে নগ্ন তনু বিভোরার।
ফেনিল তরঙ্গ যেন বাহুর বেষ্টনে তারে
জড়ায়ে রেখেছে সুখে সোহাগের সুধাগারে।
কভু বালা ঊর্ম্মি ঠেলি বিমুক্ত হইতে চায়,
নিবিড় পরশ-পাশে নব ঊর্ম্মি বাঁধে তায়।
রসে ঢর ঢর কায়, চুম্বনে আকুল হিয়া,
বঁধুর অগাধ প্রেমে যায় বিশ্ব পাসরিয়া।
চেতনা ডুবিল প্রেমে, তিরোহিত বাহ্য জ্ঞান,
আঁখি বেয়ে পড়ে ধারা, করিছে বঁধুরে ধ্যান।

২

মরমের মর্ম্মতল আন্দোলিয়া অকস্মাৎ
কদম্বের শাখে বসি বাঁশরী বাজাল নাথ।
জগৎ সরিয়া গেছে বালার নয়ন হ'তে,
কেবল বঁধুর প্রেম জাগিতেছে মন-পথে।
সহসা মরম মাঝে শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি
প্রেম-উন্মাদিনী সম চমকি উঠিল ধনী।
হিয়ার ভিতরে তার বঁধু কি বাজায় বাঁশী ?
ইতি উতি চায় গোপী পরিয়া সুরের ফাঁশী।
তৃষিত নয়ন তুলি কদম্ব-তরুর পানে
চাহিয়া দেখিল—বঁধু পরাণ ঢালিছে গানে।
মুছে' গেল নদী তরু, নিভে গেল নভ রবি,
মুগ্ধ নেত্র-পটে শুধু জাগিছে বঁধুর ছবি।
আপনা পাসরি ধায় পাগলিনী নদী-তীরে,
রসে টল মল তনু, ধৌত হিয়া প্রেম-নীরে।

৩

সকল ইন্দ্রিয় তার পুঞ্জীভূত দুনয়নে,
কাঁপে বক্ষ থর থর, পয়োধর ভার গণে।
হৃদয়ের যত ভাব বঁধুরে ঘিরিয়া বয়,
বদনের যত বাণী শুধু "বঁধু! বঁধু!" কয়।
জগতের যত আলো কালো রূপে মিশে যায়,
মরম চিরিয়া বালা বঁধুরে লুকাতে চায়।
সে অপূর্ব্ব ভাব হেরি মহাভাব উপজিল,
বঁধুয়া বাঁশরী ফেলি প্রেম-নিধি বক্ষে নিল।
সে নিবিড় আলিঙ্গনে চেতনা ফিরিয়া আসে,
লাজে রাই কমলিনী নয়ন মুদিল ত্রাসে!
জঘন চাপিয়া করে ভূমেতে পড়িল বসি,
চাহিল লুকাতে যেন দীর্ণ ধরা-গর্ভে পশি।
আরে ছিছি পোড়া দেহ! কেন এ চেতনা-জ্বালা?
বঁধুর চরণতলে কেন না মরিল বালা?

—০—

মহারতি

কি তোর পিরীতি রাই !
তুহার পিরীতি স্মরণ করিতে আপনা হারায়ে যাই !
নাহিক কামনা, নাহিক বাসনা,
আপনা বলিতে নাই,
তুঁহু যে বঁধুর চরণ-নূপুর,
চলনে বাজিছ তাই ।
ফুটিয়াছ ধনি ! সুরজ-বদনি !
বঁধুর বদনে চাই',
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বদন তুহার
বঁধুরে হেরিছ রাই !
বঁধুর কারণ জীবন ধারণ,
বঁধুর বিরহে রাই !
নয়ন মুদিয়া রহ গো ডুবিয়া
মরম ভিতরে যাই' !

২

মানস-মুকুরে বঁধুর মূরতি,
হৃদয়ে বঁধুর বাস ;
পিরীতি-বিবশ তনুর পরশ
বঁধুর হরষ-পাশ।
রূপ-নিরঝর ঝরে ঝর ঝর,
বঁধুয়া সিনান করে ;
উথলে মরমে পিরীতি-অমিয়া
বঁধুর ভোগের তরে।
আদর, সোহাগ, মানের বিরাগ,
বঁধুর পূজার ডালি ;
বঁধুর মূরতি পূজিছ মানসে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি।
সরম, করম, কুলের ধরম,
সকলি করিয়া চূর,
ধূপের অনলে দিতেছ নিবেদি,
গন্ধ ছুটিছে দূর।

৩

কি তোর পিরীতি রাই !

ফীত পয়োধর করে থর থর,
তনুতে বসন নাই !
বিভোর ধেয়ান হরল জ্ঞেয়ান,
টুটাওল কাল, ঠাঁই ;
পূজা সমাপিয়া আপনারে দিয়া
বঁধুরে তুষিলি রাই !—
তুহার পিরীতি না মিলে জগতে,
গোলোকে আছে কি নাই ;
রাতুল চরণে লুটায়ে মলিনা
শরণ মাগিছে তাই !

সুরজ-বদনী—সূর্য্যমুখী ;
ফীত-স্ফীত ;
টুটাওল—ভাঙ্গিয়া দিল ; প্রঃ

পিরীতি-মূরতি

পিরীতি-মূরতি মরি
রসের সায়র ধেয়ানে মথিয়া
বঁধুয়া তুলিল ধরি!

২

তুঁহু বিনোদিনী বঁধু-সোহাগিনী,
বঁধুর গলার হারা;
তুহার স্মরণ বঁধুর জীবন,
তুঁহু সো লোচন-তারা।
ব্রজ মনোহর ভাব-সরোবর,
তাহে তু কমল-কলি;
তুহার কোমল মরমে পশিতে
ডরই বঁধুয়া-অলি!

৩

অঙ্গ-পবন ভঙ্গ মদন,
সঙ্গ তুহার, রাই!
করিয়ে কামনা, গোলোক-বিহারী
চরণে মাগিছে ঠাঁই!

—০০০—

হারা—হার;
সো—সেই;
তু—তুমি;
ডরই—ডরে। প্রঃ—

মাথুর

বঁধু যাবে মধুপুরে নিশি হ'লে অবসান
বিঁধি বিনোদিনী-বুকে দারুণ বিরহ-বাণ,—
কে হেন নিঠুর প্রাণী এমন কঠিন বাণী
কহিবে সখীরে আজি, ভাঙ্গিবে কোমল প্রাণ ?
শুনিলে বুঝি বা বালা গরল করিবে পান !

২

নিশি না পোহাতে বালা পাতিয়া থাকিত কাণ—
কখন বাজিবে শিঙা, রাখাল গাহিবে গান ;
শুনিলে শিঙার ধ্বনি চমকি চাহিত ধনী
বাতায়নে সঙ্গোপনে, পিপাসিত দুনয়ান
হেরিতে বঁধুর মুখ—ঊষার প্রথম দান !

৩

দিবসে গৃহের কাজে নিরত রহিলে কর,
বিভোর রহিত হিয়া বঁধু-প্রেমে নিরন্তর ;
খেণে খেণে কি স্বপনে চমকি উঠিত মনে,
দেখিত বঁধুর ছায়া, শুনিত বঁধুর স্বর,
সহসা পুলক ভরে শিহরিত কলেবর ।

৪

তরুর দীঘল ছায়া পড়িলে অঙ্গনে তার,
ছুটিত যমুনা-জলে লইয়া কলস-ভার ;
গোঠ হ'তে ক্লান্ত যবে ফিরিত রাখাল সবে,
আড়ালে দেখিত বালা মুখ-বিধু বঁধুয়ার,
লুকা'লে, পথের ধূলি চুমিত সে বার বার ।

পিরীতি-মূরতি

পিরীতি-মূরতি মরি
রসের সায়র ধেয়ানে মথিয়া
বঁধুয়া তুলিল ধরি !

২

তুঁহু বিনোদিনী বঁধু-সোহাগিনী,
বঁধুর গলার হারা ;
তুহার স্মরণ বঁধুর জীবন,
তুঁহু সো লোচন-তারা ।
ব্রজ মনোহর ভাব-সরোবর,
তাহে তু কমল-কলি ;
তুহার কোমল মরমে পশিতে
ডরই বঁধুয়া-অলি !

৩

অঙ্গ-পবন ভঙ্গ মদন,
সঙ্গ তুহার, রাই !
করিয়ে কামনা, গোলোক-বিহারী
চরণে মাগিছে ঠাঁই !

—০০০—

হারা—হার ;
সো—সেই ;
তু—তুমি ;
ডরই—ডরে। প্রঃ—

মাথুর

বঁধু যাবে মধুপুরে নিশি হ'লে অবসান
বিঁধি বিনোদিনী-বুকে দারুণ বিরহ-বাণ,—
কে হেন নিঠুর প্রাণী এমন কঠিন বাণী
কহিবে সখীরে আজি, ভাঙ্গিবে কোমল প্রাণ ?
শুনিলে বুঝি বা বালা গরল করিবে পান !

২

নিশি না পোহাতে বালা পাতিয়া থাকিত কাণ—
কখন বাজিবে শিঙা, রাখাল গাহিবে গান ;
শুনিলে শিঙার ধ্বনি চমকি চাহিত ধনী
বাতায়নে সঙ্গোপনে, পিপাসিত ত্বনয়ান
হেরিতে বঁধুর মুখ—উষার প্রথম দান !

৩

দিবসে গৃহের কাজে নিরত রহিলে কর,
বিভোর রহিত হিয়া বঁধু-প্রেমে নিরন্তর ;
খেণে খেণে কি স্বপনে চমকি উঠিত মনে,
দেখিত বঁধুর ছায়া, শুনিত বঁধুর স্বর,
সহসা পুলক ভরে শিহরিত কলেবর।

৪

তরুর দীঘল ছায়া পড়িলে অঙ্গনে তার,
ছুটিত যমুনা-জলে লইয়া কলস-ভার ;
গোঠ হ'তে ক্লান্ত যবে ফিরিত রাখাল সবে,
আড়ালে দেখিত বালা মুখ-বিধু বঁধুয়ার,
লুকা'লে, পথের ধূলি চুমিত সে বার বার।

৫

গলার শুকানো মালা বুকের বসনতলে,
চূড়ার পালক বালা লুকা'ত চিকুরদলে ;
নীলাম্বরী অঙ্গে পরি বঁধুর পরশ স্মরি
গভীর হরষে মরি ! ভাসিত নয়নজলে ;
নবীন নীরদ পানে চাহিত সে কত ছলে !

৬

গুরুজন পাশে বসি শুনিয়া বাঁশীর গান
আবেগ লুকা'তে গিয়া আবেশে বিবশ প্রাণ।
বঁধুর মিলন সুখে হার না পরিত বুকে ;
ঘুমা'লে, বঁধুরে ঘুমে সোয়াথি করিতে দান,
পয়োধরে পদ চাপি নিশি হ'ত অবসান।

৭

এমন গভীর মরি বঁধুর পিরীতি যার,
সে কেমনে বঁধু বিনে বহিবে জীবন-ভার ?
বৃন্দা কহে—"লো বিশাখা ! নিঠুর হবে কি সখা ?
দলিতে চরণ-লতা ব্যথা কি পাবে না আর ?
চল্ যাই, পায়ে ধরি হৃদয় ফিরাই তার।"

৮

বিশাখা কহিছে বাণী—"তারে কে বুঝাবে বল্ ?
পরের পরাণ ল'য়ে খেলা করা তার ছল !
নিজে না পিরীতি করে, পর সে পিরীতে মরে,
তাহার সোহাগ শুধু সুধামাখা হলাহল,
তাহারে বাসিলে ভাল সম্বল নয়ন জল !"

৯

সহসা দেখিল সবে—পিছনে দাঁড়ায়ে রাই,
চোখে জল, ওষ্ঠে হাসি, বদনে বিষাদ নাই!
কহিল—"দূষ না তাঁরে আমি ভালবাসি যাঁরে,
দেহের অতীত প্রেমে বিরহের নাহি ঠাঁই,
জীবন মরণ দিয়ে বঁধুরে পূজিতে চাই।"

মতিভ্রান্তা

দুপুরে, ঘুমালে সবে, যমুনার জলে
কলসী লইয়া কাঁখে আন মনে চলে।
তট-পদে উরমির ধ্বনি কন কন—
কান পেতে শোনে যেন নূপুর-নিক্কণ।
সুদূর উশীর-বনে পবনের গান—
শ্রবণে পশিছে যেন বাঁশরীর তান।
পাতার পতন রবে উঠে চমকিয়া,
ভাবে বুঝি—আসে পিছু বঁধু বিনোদিয়া।
লাজে জড় সড় তনু, আধ আধ চায়,
ভাবেতে ভরল হিয়া, দেখিতে না পায়।
সহসা ডাকিল শারী—"বঁধু! বঁধু! বঁধু!"
অমনি উথলে প্রাণে মিলনের মধু।
গাগরী রাখিয়া ভূমে বসি পড়ে রাই,
মুদে আসে আঁখি-পাতা, জ্ঞান বুঝি নাই!

মগ্না

নিশীথে ধেয়ায় বালা বঁধুয়ার মুখ,
ভাবিতে বঁধুর কথা ভরে' ওঠে বুক।
বাতায়ন খুলি হেরে—একমাত্র শশী
সবারে শীতল করে দূর নভে বসি ;
তৃণ শষ্প লতা গুল্ম কুমুদ কহ্লার
নদী গিরি মাঠ লুটে সে সুধা-ভাণ্ডার।
ভাবিতে লাগিল মনে,—এক কালাচাঁদ
ব্রজ-পুরে মধু-পুরে কে না করে সাধ ?
নাহিক আপন পর, সিন্ধুর মতন
তার প্রেমে হৃদি-নদী সবার মগন।
যাহাতে বঁধুর সুখ, তাই তার সুখ,
বিরহ বঁধুর দান, নাহি তায় দুখ।
দেহ খানি নিয়ে গেছে আঁখি হ'তে যদি,
দিয়ে গেছে ধেয়ানের সুখ নিরবধি।

কাতরা

নিজ তরে নহে দেহ, বঁধু লাগি দেহ,
যতন, যাবত তাহে ছিল তাঁর লেহ। *
নাহি গাঁথে মালা আর, নাহি পরে গলে,
অযতনে ফুলদল লুটে তরুতলে।
বসন ভূষণ, সে ত বঁধুর সোহাগ,
বঁধুর বিহনে তাহে নাহি অনুরাগ।
তনুর পরশ, সে ত বঁধুর হরষ,
বঁধু সনে ফুরায়েছে তার সুধা-রস।
অধরে আছিল মধু বঁধুর কারণ,
বঁধু বিনে মধু-হীন কুসুম যেমন।
ফুলময় স্মৃতি গুলি মিলন-মধুর
ঝরা ফুল সম ঝরে হ'য়ে শত চূর।
সকলি পাশরে বালা অতীতের সুখ,
বঁধুর ধেয়ানে শুধু পুলকিত বুক।

লেহ—স্নেহ, প্রেম ; প্র :—

ভোগাতীতা

নহে নীরে, বঁধু-রূপে ভাসে আঁখি-তারা ;
নহে শোকে, প্রেম-যোগে যোগিনীর পারা।
নহে হাসি, দিব্য জ্যোতি বদন-মণ্ডলে ;
নহে ফুল, তুলসীর মালা দোলে গলে।
শিরে বাঁধা চুল গোছা চূড়ার আকার,
চুপে চুপে বঁধু-নাম জপে অনিবার।
অঙ্গের লাবণি, নহে রূপের নিঝর,
সারা দেহে লুটে যেন প্রেমের লহর !
যে হেরে বালারে, তার নত হয় শির,
বঁধুর ধেয়ান যেন ধরেছে শরীর !
বঁধুময়ী সে মূরতি হেরিয়া মদন
ফুল-ধনু ফেলি লুটে ধরিয়া চরণ !
বাঁশী, হাসি, আলিঙ্গন—মিলনের দান,
ভোগাতীত করে হিয়া বিরহ মহান্ !

যোগ-যুক্তা

ব্রজ-ধাম সাধনার ঠাঁই,
যোগ-পীঠ বিরহ-শ্মশান ;
মূর্ত্তিমতী আরাধনা রাই,
সুখ-স্মৃতি শবের সমান।
শবাসনে প্রেম-পাগলিনী
অনুরাগ চিতা-ভস্ম-রেণু
মাখি অঙ্গে, যৌবনে যোগিনী
শোনে চিত্তে প্রণবের বেণু।
কুণ্ডলিনী, হ্লাদিনী-লহর,
সুধা-কুম্ভ ভেদি মূলাধার,
ঊর্দ্ধ-মুখ কমলনিকর
প্লাবি ধায় করি রসোদ্গার।
রস-হ্রদে রস-পদ্মবনে
রস-রাজ রাজ-হংস রাজে ;
রসময় মরাল-চরণে
রসাল মঞ্জীর কি বা বাজে !
মুক্ত-পক্ষ-মরালী-রূপিনী
হংস সনে আনন্দ-মগনা
অপরূপ-রতি-বিলাসিনী
রাধা সে যে প্রেমের চেতনা !

মহাধ্যান

বিরহের মহাধ্যানে আজি গো বসেছে রাই,
বঁধুর কেমন রূপ কি বা গুণ মনে নাই !
কবে কে আছিল কাছে, কবে কে গিয়েছে দূরে,
কি গান গায়িত বাঁশী, কি নাম ফুটিত সুরে,
কি নাম আছিল কার, কে ভাল বাসিত কারে,
ধরার সকল স্মৃতি ডুবিয়াছে একেবারে !
কাহার তনয়া বালা, কে বা ছিল পতি তার,
কাহারে বাসিতে ভাল কলঙ্ক করিল সার,
দেখিল কাহার মুখে বিশ্বের মাধুরী যত,
কাহার চরণ দুটি সেবিল দাসীর মত,
কান্ত-ভাবে কার প্রেমে রস-সিন্ধু উথলিল,
মনে নাহি পড়ে কারে আপনারে সঁপি দিল।
বিশ্ব দৃশ্য গেল টুটি, লুকাইল চিত্ত মন,
স্বামিত্ব-আমিত্ব-লয়ে ধ্যান আজি সমাপন।

ধ্যানভঙ্গ

ধ্যান-ভঙ্গে দেখে রাই—বঁধু-রূপ বিশ্ব-রূপ,
ঝল মল করে তাহে নদ নদী সিন্ধু কূপ !
নহে নর, নহে নারী, নহে স্বামী, দাসী নয়,
নর নারী, স্বামী দাসী, সবার ভিতরে রয়।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আনন্দ-অমিয়া ঝরে,
সে যে রে পিরীতি সার কি চেতনে কি বা জড়ে।
অণু পরমাণু মাঝে আকর্ষণ রূপে রয়,
জীবের হৃদয় মাঝে সে যে রে কামনা হয়।
পিতা নন্দ, মা যশোদা, সখী বৃন্দা, সখা দাম,
নিজে রাই,—বহু ভাবে একি প্রেম পরিণাম।
যেই কৃষ্ণ সেই রাধা, রাধা কৃষ্ণ কোথা আর ?
রন্ধ্র, ওষ্ঠ সম্মিলনে বাজে বাঁশী বার বার।
প্রাণ দিয়ে শোনে রাই—বাজিছে পিরীতি-বাঁশী,
গোপ গোপী, শশী রবি, যমুনা যেতেছে ভাসি।

পিরীতি-গুরু

দে, দে, মাথার উপর দে
পিরীতি-সরোজ- রাই-পদ-রজ,
সফল হউক দে !
অঙ্গে গাঁথিনু রাই-নাম-মালা,
মরমে মূরতি তার ;
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
চরণ করিনু সার ।

২

ভজন সাধন নাহি মলিনার,
রাধার চরণ তরী
উজলি পাথার ল'বে পর পার,
মরমে মিলাবে হরি ।
বঁধু-সোহাগিনী রাই বিনোদিনী
পিরীতি-কল্প-তরু ;
ভব-বঁধু-ফল লুটে পদতল,
রাই সে পিরীতি-গুরু !

কৃষ্ণ-গন্ধা

কামে গড়া দেহ,　　　কামময় গেহ,
কামনা-নগরে বাস ;
হেরি অপরূপ　　　পথে কাম-কূপ
বদনে কুসুম-হাস ;
কি লোভে আইনু,　　　কূপেতে পড়িনু
বাঁধি গলে মোহ-ফাঁশী ;
বাসনা-নাগিনী　　　বেড়ল আমারে
উগারি গরলরাশি।

২

আঁচল দোলায়ে　　　নূপুর বাজায়ে
সহসা আইলি রাই !
জানিনু তখনি　　　তুহার করুণা
বিনু আর গতি নাই !
কৃষ্ণ-গন্ধ　　　অঙ্গে বহিছে,
কাম বাঁধা কেশ-পাশে ;
পিরীতি-সরস　　　করে তুলি লহ
মলিনারে বঁধু পাশে।

পদ-পল্লব

আরে আরে বরজের বিরহিনী রাই !
তুহার বালাই নিয়ে আমি ম'রে যাই !
কাম-হীন ভোগ-হীন দেহের অতীত
দেখি নাই শুনি নাই এ হেন পিরীত !
পরম পিরীতি-ভূমি চরণ তুহার,
ব্রহ্মা মাগে নিশি দিন রেণু কণা তার !
মহাদেব মহাযোগে সতত ধেয়ায়,
চূড়াটি হেলায়ে হরি কত না লুটায় !
কামনার ভোগ-সিন্ধু তরিতে ধরণী
পাব কি দুলহ তোর চরণ-তরণী ?
রাতুল চরণ রাখ মলিনার শিরে,
তুয়া পদ-পরশনে ভাসি প্রেম-নীরে।
তুঁহু জপ, তুঁহু তপ, তুঁহু লো ধেয়ান,
তুয়া পদ-পল্লব পিরীতি-সোপান !

কুমুদীর আশা

দেহ-সরবস বিষয়-বিবশ কি হবে উপায় মোর !
দেহের অতীত পিরীতি তুহার বঁধুর বাঁধন-ডোর ।

গেহের সকলে মায়ার শিকলে আটে পিঠে মোরে বাঁধে,
বিষের জ্বলনে পরাণ আমার ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে !

মায়ার অতীত তুহার মূরতি অমিয়া-পূরিত চাঁদ,
আঁধার রজনী কর আলোকিত, দেহ সে সুধার স্বাদ ।

তুহার পিরীতি- জোছনা পিবয়ি কৃষ্ণ-চকোর ভোর,
পাঁকের কুমুদী মলিনা পাবে না সে সুধা কণিকা তোর ?

———

পিবয়ি—পান করিয়া ; প্রঃ ।

প্রার্থনা (১)

আওলুঁ দশনে তিরিণ ধরি, রাই !

কণ্ঠে বসন ডোর, পাণি কয়লু জোড়,
অব মঝু করহ উপাই।
সিন্ধু-লহর সম অগণ পাপ মম,
সোঙরি গলতহি লোরে ;
সুত মিত ধন জন টুটল স্বপন সম,
ঘনাওল আঁধিয়ার ঘোরে।
বাজ বিহঙ্গম পাথ বিথারই,
তনু ভর তছু নিশোয়াসা ;
ভীত কপোতিনী, জীউ তরাসই,
তুলতহি ভব-তরু-বাসা।
পন্থ মরা পর শূন্য গগন পর,
অন্ধ, উপায় মোর নাই ;
জ্যোতি-মূরতি তুঁহু নয়ন-কিরণ দানে
সো পথ দীপহ রাই !

আওলুঁ—আইলাম ; তিরিণ—তৃণ ;
কয়লু—করিলাম ; মঝু—আমার ;
বিথারই—বিথারিছে ;
তছু—তাহার ; তরাসই—ত্রাসিত হইতেছে ; প্রঃ।

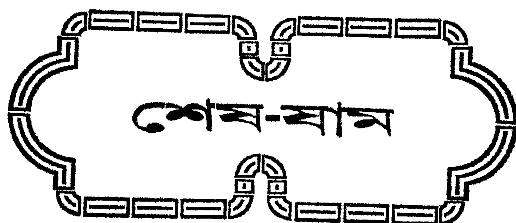
প্রার্থনা (২)

জীবন-শৈশবে খেল রঙ্গ বহু,
যৌবনে কাম তরঙ্গ ;
বাঢ়ল বয় যব, বিষয় গরাসল,
মরণ কি অব পরসঙ্গ।

হরি ! হরি ! না বুঝিএ কি এ পরিণামা !
কাম-পয়োনিধি মন্থন করইতে
পাপ-হলাহল দহু দিন যামা।
রাই ! কমল-মুখি ! পিরীতি-অমিয়া তুয়া
হৃদি মাহ কতি দিন পাব ?
সো সুধা পিবইতে সব কছু পাশরি
পাগর কব বনি যাব ?
ইন্দ্রিয়-ফণিগণ, আনত করি ফণ
তুয়া পদ-পরশন সঙ্গ,
মন্ত্র-মুগধ-মতি ঠাড়ব থির গতি,
হোয়ব নিবিষ ভুজঙ্গ ?

পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ ; দহু—দহে ; মাহ—মধ্যে ; কতি—কত ; পিবইতে—পান করিতে ; ঠাড়ব—দাঁড়াইবে ; প্রঃ।

"মলিনার আত্ম-বিকাশ" কবিতাগুলি ১৯।১২।১১—৯।১।১২ মধ্যে রচিত হয়। প্রঃ—


শেষ-যাম


১
রস
বিলাস

কৃষ্ণ স্তোত্র

গোপী-নয়ন-মন-রঞ্জন
রস-অঞ্জন হে !
পুলক-কদমদল-মাল !
জয় জয় প্রাণহরে !

২

সরস-পরশ হৃদি-নন্দন
হরি-চন্দন হে !
সাধন-দধি-নবনীত !
জয় জয় প্রাণহরে !

৩

দয়িত-বদন-মধু-লুণ্ঠন
হৃত-গুণ্ঠন হে !
ভকত-হৃদয়-চিরবাস !
জয় জয় প্রাণহরে !

৪

বেণু মধুর মৃদু বাদন
মন-মাদন হে !
মাধব ! বিদগধ-রাজ !
জয় জয় প্রাণহরে !

৫

চরণ-কমল-রজ-লাঞ্ছিত
চির বাঞ্ছিত হে !
শ্রী-মুখচন্দ-চকোর !
জয় জয় প্রাণহরে !

৬

পাদ-পতিত-জন-বন্দন
মম বন্ধন হে !
প্রেম-অমিয়-রস-সিন্ধু !
জয় জয় প্রাণহরে !

বিকলা

| | | |
ভরমই রাধা কানন মাহ
দিশি দিশি ঢূঁড়য়ি জীবন-নাহ ।
বঁধু-দরশন-সুখ নিশি নিশি মেলি,
আজু রজনী কি এ নিরদয় ভেলি ?

২

চিন্তিত অন্তর, চঞ্চল-চরণা,
লট পট অঞ্চল, ছল ছল নয়না,
কুসুম-কলেবর পথ-শ্রম-ভারে
পড়তহি ঢরি ঢরি বিরহ-বিকারে ।

৩

শশ-পদ-শবদে, ঝরইতে পর্ণে,
সচকিত ঠাড়ই উরধ কর্ণে।
দিগ্বধূ-ভাল হি মোহন ইন্দু—
কান্ত-ললাট কি চন্দন বিন্দু।

৪

কদম্ব-পল্লবে জোনাকমালা
হরি-উর-মণিগণ মানই বালা।
তমাল-তরুতল যৈখণ গেলি,
সব দুখ পাশরি মুরুছিত ভেলি।

৫

আওল পিয় সখী অনুসরি রাই,
পেখল তরুতল চেতন নাই।
"হরি হরি হরি হরি" শুনইতে নাম
চেতন মৃদু পদ পৈঠল ধাম।

৬

তৈখণ সহচরী কমলিনী পাশ
অমিলন-কারণ কয়ল প্রকাশঃ—
"রাস কি মণ্ডলে বিদগধ-রাজ
নর্ত্তন-মণ্ডপে রাজত আজ।

৭

"যামিনী খরগতি, বিলম্ব কাহ ?
মেলন সম্ভব মণ্ডপ মাহ।"—
তা শুনি ঝটসঞে বৈঠলি রাই,
ভুজঙ্গধর চলু ভেটিতে কানাই।

বিকলা—উৎকণ্ঠিতা নায়িকা, ব্যাকুলা।
মাহ—মধ্যে ;
নাহ—নাথ ;
ভেলি—হইল ;
ঠাড়ই—দাঁড়ায় ;
মানই—মানে ; কাহ-কেন ;
ঝটসঞে—ঝটিতি ; পৈঠল—পশিল ;
বৈঠলি—উঠিয়া বসিল। প্রঃ—



ধ্যানস্থা

কতি খণ নীরব বৈঠলি রাই,
মন মে দামিনী চলু চমকাই।

দরশন-চঞ্চল বিহ্বল অঙ্গ,
অন্তরে বহি গেল ভাব-তরঙ্গ।

ধ্যান-শোত পর আপন প্রাণ
ভেজল সুন্দরী যাঁহ সো কান।

ধ্যানভঙ্গে তছু কণ্টক দেহে,
জল-ভর লোচন অরুণিম লেহে।

অতপর মৃদু মৃদু হাসয়ি বামা
কহইতে লাগল মাধব-কামাঃ—

"পেখলুঁ পিয় সখি! কানন মাঝে
সুন্দরী-মণ্ডলে বরজ কি রাজে!

" আধ-চাঁদ শিখি-শিখণ্ড মাথে,—
জলদ-উরসে জনু জলধনু ভাতে!

"ভাল তিলক কি বা চন্দনবিন্দু—
নীল মেহ পর শোহই ইন্দু।

"রাস মনোহর মণ্ডপ মাহ
বাঁশি বজাওত সুন্দর নাহ।

" মাধব বেঢ়য়ি বন-উজিয়ালা
নাচত থিরি থিরি যতি ব্রজবালা।

"কুটিল দৃগঞ্চল কটাখ হানি
কো ধনি ধরতহি মাধব-পাণি।

"শিঞ্জই কঙ্কন, মঞ্জীর কাহ,
ঘন ঘন করতালি দেওত নাহ।

"নিতম্ববতী কোই নটন-বিয়াজে
থাপই নাগর-কর উর মাঝে।

" রাস-মগন যব নটবর কান,—
হটসঞে চমকই চকিত নয়ান!

"তৈখণে হেরি মুঝে কানন মাহ
কুণ্ঠিত চমকিত ভৈ গেল নাহ।

"রহি রহি স্বেদজল সিঞ্চল গণ্ড,
কর ছোড়ি পড়ি গেল বাঁশরিখণ্ড!

"লাজহু লোচনে, মুখে মৃদু হাস,
তা হেরি চিতে মঝু কতিহুঁ উলাস!"

ভুজঙ্গ ভন—প্রেম বীণা কি তার,
এক হি বাদনে সব ঝঙ্কার!

শোত—শ্রোত; তহু—তাহার; লেহে—প্রেমে; মেহ—মেঘ; শোহই—শোভে; দৃগঞ্চল—অপাঙ্গ; কাহ—কাহার; হটসঞে—হঠাৎ; ভৈ—হইয়া, কতিহুঁ—কতই। প্রঃ—

রস-চাতুর্য্য

পুনি কহু সুন্দরী ঃ— "শুন প্রাণ-সহচরী !
না বুঝিএ নিন্দ কি জাগ !
কাতর হেরি মুঝে সো বহু-বল্লভ
সাধল চাতুরী-যাগ।
রাস-রসিক হরি মুরলী করেতে ধরি
সিরজল অমিয়-পাথার,
সো সুর-সায়রে বরজ-বধূগণ
নিমজল চেতন-ভার।
ইহ অবসরে হরি, কণ্ঠ বিলোলয়ি,
বঙ্কিম করি শিখি-চূড়,
শ্রবণ কি কুণ্ডল মৃদু মৃদু কম্পয়ি,
মুখ মঝু পেখল চতুর !
অপর গোপীগণ মুরলী-মুগুধ-মন
চাতুরী লখইতে নার,
দুঁহু রূপ চারি আঁখি— ভুজঙ্গধর সাখি—
পান কয়ল অনুবার !"

নিন্দ—নিদ্রা ;

মুঝে—আমাকে ;

নার—নারিল ;

সাখি—সাক্ষী ; প্রঃ



নির্ব্বন্ধ

সো সুখ অপগম, মাধব-সঙ্গম-
বিরহ-বিবশ তছু দেহ
কাঠ-পুতলি মরি ! রাখল সহচরী
কদম্ব-কুঞ্জ কি গেহ ।
কুসুম-শেজ পর রাই'ক তনুবর
জনু নিরমালিক মালা !
সখী পরবোধই, শ্রুতি নাহি পৈঠই,
সুন্দরী জপতহি কালা ।

২

মধু মাস, মধু নিশি, মাধুরী দিশি দিশি,
পঞ্চমে গাওত পিক,
তা শুনি কাতর কহত বিনোদিনী
পেখয়ি আনহু দিক ঃ—
"বঞ্জুল মঞ্জরী বিকশত বল্লরী,
কাঁহা মঝু হৃদয় কি চন্দ ?
কাঁহা চিত-বল্লভ করত বিলম্বন ?
লোচন লোতক-অন্ধ ।

৩

"মাধব অব কি এ সঙ্কেত পাশরি
খেলত সহচর মেলি ?
নবঅনুরাগিনী কি বা কোন কামিনী
পথি মাহ মো ধন নেলি ?
গাঢ়তিমিরময় তমাল তরু তল
নাহ কি ভূলল পন্থ ?
দীঘ-দিবস-ঘন স্মরি মঝু বেদন
বাট কি মুরুছল কন্ত ?

৪

" উয়ল মনোহর চাঁদ গগন পর,
বিহিত সময় চলি গেল ;
রসইতে অন্তর কানন পথ পর
নূপুর-রব নহি ভেল !
কী ফল ধারণ মেথল, কঙ্কন,
দূর রহল যব কান ?
ফুল সম কোমল মরম বিদারল
কানু-বিরহ-খরবাণ !

৫

"মাধব-বিরহিত বিফল কলেবর

লাগব অব কতি কাজে ?

বিরহ-তুষানলে সো তনু তেজব,

হরি-হীনে মরণ হি সাজে।

বেতস-কণ্টক পূরিত বন-পথি

যছু লাগি ধরলুঁ পরাণ,

ন করই সো ধন তিল আধ সুমরণ !"

ভুজঙ্গধর অভিমান।

নির্ব্বন্ধা—উৎকণ্ঠিতা নায়িকা, বন্ধুহীনা।

সো—সেই ধ্যান-দর্শন-জনিত ;

জনু—যেন ;

নিরমালিক মালা—নির্ম্মাল্য মালা ; বাসি মালা ;

পরবোধই—প্রবোধ দিতেছে ;

পৈঠই—প্রবেশ করিতেছে ;

কিএ—বুঝি ;

কন্ত—কান্ত ;

উয়ল—উদিল ;

কতি—কোন্ ;

সুমরণ—স্মরণ ; প্রঃ—



সুখোৎকণ্ঠিতা

| | | |
মানস-লোচনে পেখল রাই
অপর বধূ সঞে মিলল কানাই।
কহইতে লাগল ভুলি অভিমান,
কামিনী-অন্তর কো বিহি জান ?

২

| |
"আনহু কুলবতী হাম'সে গুণবতী
| |
পাওল মঝু পিয় সঙ্গ ;
তোলত, তছু মন তোষণ কারণ,
রসময়, কতিহুঁ তরঙ্গ !

৩

"ধনি-মুখ-মণ্ডল লেই নিজ করতল
রচতহি তিলক মধুর,
শোহই যৈছন কালিমা-লাঞ্ছন
সমুজল বদন বিধুর।

৪

"জলদ-পটল নিভ রুচির চিকুর ধরি
হিঙ্গুলি অঙ্গুলী মাহ,
আনত মুখে, তঁহি চম্পক ফুলদলে
কবরী বনাওত নাহ।

৫

"মৃগ-মদে রঞ্জয়ি তারা-হার দোলয়ি
গণতহি হৃদয় কি ঘাত,
গুরু তনু কম্পন করতহি জ্ঞাপন
মাতল মরম কি বাত।

৬

"নায়িকা-পাণিতল জনু নলিনীদল,
ভুজ যুগ বিশদ মৃণাল,
তঁহি পর অলি যনি মরকত-কাঁকনি
দেওত নন্দদুলাল।

৭

"প্রেম-পুলকময়ী তাকর অরুণিম
রুচির চরণ-কিশলয়
ধারয়ি হৃদি মাহ যাবক রঞ্জনে
রঞ্জই আপন হৃদয়।

৮

"এত লখল যব, লাজ হি নীরব
বালি-বদনে মৃদু হাস,
নয়ন নিমীলয়ি গদ গদ কূজয়ি
ঘন ঘন ছোড়ত শাস।

৯

" তৈখন মঝু পহু   হাসয়ি লহু লহু
বাহু পসারয়ি দেল,
সব কছু পাশরি   ভীত কপোতিনী
নাহ-হৃদয়ে নীড় নেল !

১০

"কতি সুখ-ভাগিনী   শ্যাম-সোহাগিনী,
যা পর অনুকুল কান্ত !"
মাধব-বঞ্চিতা   ভুজঙ্গ ভনতহি
লুটাওব তছু পদ-প্রান্ত ।

সুখোৎকণ্ঠিতা— কল্পনাসুখ-বিহ্বলা উৎকণ্ঠিতা নায়িকা ।

কো-কোন্ ;	মাতল-মত্ত,	পহু-প্রভু ;
বিহি-বিধি ;	যনি-যেন ;	লহু-লঘু ;
জান—জানে ;	এত—এ সব ;	নেল—লইল ;
আনহু—অন্য ;	লাজহি-লজ্জাবশে ;	কতি-কিবা, কত ;
কতিহুঁ-কতই ;	বালি—বালা ;	তছু-তাহার । প্রঃ—

প্রেম-মত্তা

পয়োধর-পরশিত মরকত-হার
কৃশ-তনু রাধিকা মানত ভার।
ঘন ঘন বহতহি দীঘল শাস,
গাত দহই জনু আনলরাশ।

২

সরস সুরভি কম চন্দন-পঙ্কা
বিখ অনুভাবই বিরহাতঙ্কা।
কণ্টক—শেজহি কমলকলাপ,
জর জর তনু—জনু দংশল সাপ।

৩

সাঁঝ কি সরোবর—মলিন বয়ান,
সব খণ কর যুগ কপোল নিধান।
তরল মৃণাল পর নয়ন-নলিন
ডারত জল-কণ বাম দখিণ।

৪

বিরহে পরাণ অব ছোড়ন লাগে,
'মাধব—মাধব' জপত অনুরাগে।
ভুজঙ্গ ভন—জিয়ে চাতকী-প্রাণ
নব জলধর যব করু বারি দান!

প্রেম-মত্তা—বিপ্রলব্ধা নায়িকা। বিখ—বিষ; শেজহি—শয্যায়; তরল—চঞ্চল; জিয়ে—জীবিত রহিতে পারে; করু—করে। প্রঃ

চকিতা

১

খেণে ধনী বৈঠত শয়নক সীম,
খেণে খেণে খিতিতল লোটই গীম।
চেতন, পরখণ চেতন নাই,
জল-ভর লোচন বোলত রাই :—

২

"দংশল যঁহুকর বিরহ-ভুজঙ্গ,
শরণাগত-বধ যঁহুকর রঙ্গ,
নিকরুণ সো নাহ মরম হমার
হটসঞে কাহে করত অধিকার ?

৩

"মদন ! মলয় ! মধু ! করি মুঝে লেহ
লহ বলি মাধব-বিরহিত দেহ।
চূত-বিতাড়িত-মাধবী-প্রাণ !
কাহে তু জীবসি ধূলি-শয়ান ?

৪

"শুন যম-ভগিনী যমুনে ! তুহারি
শীতল হিয়া তল জীবন ডারি।
হম নহি যাওব ফেরি ঘর মাহ,
তব জলে জুড়াওব মরম কি দাহ।"—
ভুজঙ্গধর ভন—করু জিউ দান
তদধিকশীতলতর বর কান।

চকিতা—উৎকণ্ঠিতা নায়িকা, বিরহ-ভীতা। খিতি—ক্ষিতি ; গীম—গ্রীবা ; যঁহুকর—যাঁহার ; জীবসি—বাঁচিয়া আছ ; হিয়া—হৃদয়। প্রঃ—

মানস-বিহার

ধীর সমীরণ যমুন-পুলিন পর,
কুঞ্জ-বিপিনে বনমালী,
নীল পয়ো-ধর নীল কলেবর
পীত-বসন-যুগ-শালী।
নাট সমাপন, নাহি সখীগণ,
নীরব নিরজন-চারী,
গাঢ়-ঘনাবৃত বদন সুধাকর,
নেত্রে বহত মৃদু বারি।

২

ধ্যান-প্রবাহিত রাই-বদন-শশী
মরম-পটে খণ লেখা,
মান-ঘনাবৃত, কানন-তিমিরে
মিলি গেল চাঁদ কি রেখা!
আদর অনুখণ যঁহুকর জীবন,
দারুণ তছু অভিমানে
সো ধনি এত খণ কয়ল সমাপন
কাতর জিউ বিষ পানে!

৩

এত ভাবি মাধব অতিশয় কাতর
স্বগত কহত মৃদু ভাষঃ—
"প্রেম অভিমানিনি ! দোষ অনাদর,
জগ মাহ হাম তুয়া দাস।
অব তুঝ নিয়ড়ে যাওব বাসনা,
বারই মুঝে অনুতাপ ;
মন্ময় তুঝকো কৈছে দেখাওব
আনন জনু অভিশাপ !

৪

"তুয়া পরশন মিঠি, প্রেম-কোমল দিঠি,
বদন-কমল-মধু-গন্ধ,
সোই সুধাময়ী বচন কি চাতুরী,
গমন কি মাধুরী-ছন্দ,
আজি বিনোদিনি ! স্মিরিতি-মূরতি ধরি
অবিরল অন্তর-চারী,
পীরিতি-পরতিমা পরতি অঙ্গ পর
মানস মগন হমারি !

৫

"তুয়া সহ সঙ্গম নিতি নিতি অন্তরে
নব নব যো সুখ দেল,
আজু বিরহে তুয়া সো সব ভুঞ্জন
মানসে বহুগুণ ভেল।

চিত মঝু তুয়া সহ সঙ্গত অহরহ
রমতহি, নাহি বিরাম ;
দেহ বসন সম ছোড়ি, মরমে মম
পৈঠয়ি, সফলয় কাম।"

৬

এত কহি মাধব হোয়ল নীরব,
অন্তরে প্রেম উজিয়ার ;—
তৈখণে আওল রাইক পিয় সখী,
পেখল পহু-পরকার।
দামিনী-বিলসিত জলধর-গম্ভীর
পেখয়ি মাধব-মুখ,
থমকল, ঠাড়ল ; ভুজঙ্গ পাওল
মানসে অকহন সুখ।

ধ্যান-প্রবাহিত—'ধ্যানস্থা' কবিতা দ্রষ্টব্য ;
এত—এই সব ; পরতিমা—প্রতিমা ;
খেম—ক্ষমা কর ; পরতি—প্রতি ;
নিয়ড়ে—নিকটে ; উজিয়ার—উজ্জ্বল ;
মন্ময় তুঝকো—আমাময় তোমাকে ; পরকার—ভাব-বৈচিত্র ; প্রঃ—

—০—

বিপ্রলব্ধা

১

খণ পর চেতন পাওল নাহ,
চমকিত লোচন সখি-মুখ চাহ।
দুঁহু-দুখ-কাতরা মাধব সাথ
বোলত সজনী রাইক বাতঃ—

২

"নিন্দই চন্দন, ইন্দু-কিরণ, তনু
তাপই, খেদ-অধীরা
ভুজঙ্গ-আকর চন্দন-সহচর
বিথ যনি মলয়-সমীরা
বোধই সো তুঝ বিরহ-বিকারে ;
মদন-বিশিখ ডরি, তুয়া বঁধু ধ্যান ধরি,
মাধব ! প্রেম-গভীরা
নিমজই রসময়ী পিরিতি-পাথারে !

৩

" তুঁহার বাস-ভূমি তাকর মরমে
মদন বরিখে শর-জাল,
তুয়া বেথা শঙ্কয়ি উর পর থাপই
জল-ভর কমল-মৃণাল !

৪

"কণ্টকময় মরি কুসুম-শয়ন তছু
অব জনু স্মর-শর-শজ্জা,
তুহাঁর মিলন লাগি হোওল বরতিনী
তঁহি পর বিগলিত-লজ্জা।

৫

"বদন-কমল পর লোচন-লোতক
গলতহি অবিরল ধারে ;—
চাঁদকি অণু অণু ঝরত সুধা জনু
রাহুক দশন-প্রহারে !

৬

"কুরঙ্গ-মদ-রসে লিখতহি কামিনী
তুয়' তনু মদন সমান,
দেওত কর পর অভিনব চূত-শর,
পদ-মূলে মকর নিধান।

৭

"লুটয়ি চিত্র-পদ কহতহি প্রতি পদ—
'হাম তুয়া চরণ-ভিখারী ;
তুঁহু যব বিমুখসি, কাহে দহব নহি
সুধানিধি শরীর হমারি ?'

৮

"জগতি তুলহ অতি মাধব-মূরতি
মনমে করত ধেয়ান,
খেণে খেণে প্রলপই, হসতহি, রোঅই"—
ভুজঙ্গ বিকল পরাণ।

বিপ্রলব্ধা—"যদি যাত্যেবকৃষ্ণ স্তদা বিপ্রলব্ধা।" চাহ—চাহে; বোধই—বোধ করিতেছে; শজ্জা—শয্যা; বরতিনী—ব্রত-ধারিণী; লিখতহি—আঁকিতেছে; প্রতি-পদ—বার বার; সুধানিধি—চন্দ্র; রোঅই—রোদন করিতেছে। প্রঃ

বাসক-সজ্জা

"নাথহে! কাননে খেদই রাই,
তুয়া স্মৃতি-বাগুরা বেঢ়ল কুরঙ্গিনী,
দাব-দহন তনু দহত সদাই।

২

"বিরহ'ক মরু পর ধাবই থর থর
গহিন-তিয়াসিনী দুরবলী নারী;
পাগরী করতহি মিলন-মরীচিকা,
পেখই জগ মাহ মধুর মুরারি।

৩

"অধর-সুধা তছু রভসি পিবসি তুঁহু
মরমে ভরম এহি যব পরবেশ,
মিলন-সুখাবেশে নয়ন নিমীলই,
চেতম চলতহি, খলতহি বেশ।

৪

"ভাবই রসময়ী আওল রসময়,
অন্তরে বাঢ়ই সাধ বিশালা ;
চলই চরণ কতি, নিপতই পুনু পথি,
বিরহে দুবরি অতি মুরুছই বালা।

৫

"তুয়া সহ সঙ্গম কাময়ি কামিনী
সজ্জিত করতহি আপন দেহা ;
বিশদ মৃণালক কিশলয়-বলয়ে
কৃশ কর মণ্ডনে খলতহি সেহা।

৬

"সব খন 'মাধব' ভাবয়ি ভামিনী
মন মাহ আপন মাধব মান ;
প্রেম-পুলক-ভর আপন কলেবর
মুহু মুহু নিরিখই মুগুধ-পরাণ !

৭

"সো ভাব অপগমে বেরি বেরি সখীগণে
পুছতহি কাতর সজলনয়ান :—
'আছিল হিয় পর, হরি অব কহাঁ পর
জানসি ঝটসক্রে কয়ল পয়ান ?'

৮

"ইতি উতি চাহয়ি, ভুজ যুগ বাঢ়য়ি,
বোলত—'হের মঝু আওল নাহ,'
জলধর-ঝামর তমাল তরুবর
চুম্বই, বান্ধই পয়োধর মাহ!

৯

"পরশি কঠিন তরু চেতন ফিরইতে,
ভূতল লুঠতহি বিগলিত-লজ্জা";
তুহাঁর বিলম্বনে, ভুজঙ্গধর ভনে,
মরত কি জীয়ত বাসক-সজ্জা!

বাসক-সজ্জা—নায়ক-প্রতীক্ষা-পরায়ণা সজ্জিতদেহা নায়িকা।
তছু—তাহার;
ভরম—ভ্রম;
পরবেশ—প্রবেশ;
খলতহি—স্খলিত হয়;
কতি—কয়েক;
দুবরি—দুর্ব্বলা;
মান—মনে করে, মানে;
বেরি বেরি—বার বার;
ঝামর—শ্যামল;
মরত কি জীয়ত—মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে। প্রঃ—

মুগ্ধ

১

শুনইতে, মাধব-লোচন ছল ছল,
ধীরে গিরল অব লোতক অবিরল
পর পর মুকুতা কি থর!
বিরহ-মিলনময় প্রেম-মানময়
গরল-অমিয়ময় সজনি-বচনচয়
উথলল চিত-সরোবর।

২

সখীক যুগল পাণি থাপল নিজ শিরে,
মথিত মরম-বাণী মুরুছে কণ্ঠ-তীরে,
উয়ল নয়নে পরাণ;
রাইক অবিচল পীরিতি সোঙরই,
স্বেদহু চঞ্চল পুলক পসারই,
কদম্ব অঙ্গ-বিতান।

গিরল-ফেলিল;
উয়ল—উদিল;
পসারই—প্রসারিত হইতেছে। প্রঃ—

সাকাঙ্ক্ষ

অত পর ধিরি ধিরি   বিগলিত নীল-গিরি
ভাখল সখী-মুখ চাই :—
"হম বহু-বল্লভ,   হমারি বল্লভ
একলি সো মঝু রাই।

২

" সো মম বন্ধন,   সো ভব-খণ্ডন,
লোচন-অঞ্জন মোর ;
সুখ দুখ তঁহুকর   বিম্বই মঝুকর,
সো মম পীরিতি-ডোর।

৩

"যতি খন সো ধন   কণ্ঠ-লগন নহ,
ততি খণ শব মঝু দেহা ;
সো মম জীবন,   প্রেম রসায়ন,
রাধিত এক তছু লেহা।

৪

"তীরথ বাঞ্ছিত   তা'কর চরণক
পরশন অমিয় সিনান,
সো পদ-দরশন-   বাসনা বারই
মানিনী-মলিন-বয়ান।

৫

"পাণি শুকাওল, মীন চলত নহি,
চরণ অচল গুরুভারা ;
ভুজঙ্গ-দংশনে জীউ নিকাশত,
বাঁচন ভার তুহারা।"

ভাখল-কহিল ;
একলি—একমাত্র ;
বিস্ময়ই—বিস্মিত করে ;
বারই—নিবারিত করে। প্রঃ—

—— ৫ ——

স্নিগ্ধ

তবহুঁ চলল ধনী নাগরী পাশ,
চরণ কুরঙ্গ-গতি, মুখে মৃদু হাস।
প্রতি পদ পেখল মঙ্গল চীন্—
রসাল তরুবর মাধবী লীন ;
কদম্ব-সৌরভ মলয়সমীরে,
বাঁশরী রহি রহি বাজত ধীরে ;
পিককুল-কাকলি পল্লবপুঞ্জে,
গুঞ্জত মধুকর কামিনী-কুঞ্জে।—
আওল সুন্দরী রাধিকা পাশ,
মাধব-মরম সো মৃদু মৃদু ভাষ ঃ—

২

"মলয়জ-শীতল মলয়-পবন যব
পরশই মাধব-অঙ্গ,
সো খণ পিয়সখি! মাধব অচেতন
ভুঞ্জই মানস-সঙ্গ।

৩

"যবহুঁ চন্দ-কর ঝরত কলেবর,
হিয়া তছু পরশন-পার,
চাঁদ-সুধা জিনি প্রেম-অমিয়া তুয়া
পান করত অনুবার।

৪

" যবহুঁ বাত মঝু চেতন সঞ্চরু,
আওল চিত দেহ-তীরে,
বিরহ, বাণ সম, অন্তর বিন্ধল,
লোচন ভরলহি নীরে।

৫

" ধরি মঝু যুগ কর, রাখয়ি শির পর,
কাতর যাচে কানাই
ধনি! তুয়া দরশন, শ্রীপদপরশন,
অব তুঁহুঁ করহ উপাই।

৬

"সো বহু-বল্লভ, তুহুঁ তছু বল্লভ,
তুয়া বিনু সঙ্কট প্রাণ,
ন কুরু নিতম্বিনি! গমন-বিলম্বন"
ভুজঙ্গে ভেজল কান।

অভিসারিকা

নাহ-পিরিতি-যাবক-রসে
রঞ্জিত লহু চরণ পরশে
কুসুময়ি বন-বীথিকা,

নিন্দি মরাল-গমন রুচির,
মুখরয়ি মৃদু মণি-মঞ্জীর,
ডারি স্বপন চপল আঁখির,
চল অব অভিসারিকা !

শুনহ সজনি ! শ্রুতি-রঞ্জন
গাওত তুয়া বঁধু-বন্দন
ঝঙ্কৃত করি কুঞ্জ-কানন
শিখি-পিক-শুক-সারিকা ;

শুন গরবিনি ! মলয়পবন,
মুরলী-ধ্বন করয়ি বহন,
তুহার নাম-সুধা বরষণ
করতহি উনমাদিকা ।

২

পেখ—তুহার গমন লাগ'
পল্লব-করে করি সোহাগ
ঠারই তরুবল্লরী ;
চললো সজনি ! না কর ব্যাজ,
তোড় মান, ছোড় লাজ,
কান্ত-হৃদয়-সিন্ধু মাঝ
গাহন কর সুন্দরী !
দুরু দুরু গুরু হৃদি-কম্পন,
স্বেদ, পুলক, অশ্রু-পতন,
লুলিত কবরী, শিথিল বসন,
শ্রুতি-কুণ্ডল-দোল রি,
থর থর উর-লোল হার,
কান্ত-দরশ-পরশ-সার
সূচই সখি ! সুখ তুহার,
ভুজঙ্গধর বোল রি।

যাবক—অলক্ত ; লহু—লঘু ; ধূন—ধ্বনি ; লাগ'—লাগিয়া ; ঠারই—ঠারিতেছে ; দোলরি—আন্দোলন ; বোলরি—বলিতেছে, বোলেরে। প্রঃ—

মন্থরা

সখীগণ-বচনে টল টল চরণে
চলতহি মন্থর-গামিনী রাই,
বাজত ঘন ঘন নূপুর কন কন
কোমল সুন্দর পদ পরশাই।
প্রথম সমাগম সরম তরাসিত
কম্পিত অবনত ভেল বয়ান ;
জাগল ঘন সুখ, পেখল বঁধু-মুখ
তোলয়ি তিরবিত লোল নয়ান।

২

চাঁদ কি দরশনে কৌমুদী পরশনে
সায়রে যৈছন তুঙ্গ তরঙ্গ,
শ্রীমুখ-লোকনে জাগল বঁধু-মনে
মধুময় অপরূপ ভাব-বিভঙ্গ!
এক পিরিতি রস নিমগন মাধব
মাগত পিয়া সঞে বহুল বিলাস,
পেখল বিধুমুখী গুরুসুখ-কাতর
বঁধু-মুখে বহুতর পিরিতি-বিকাশ।

৩

বঙ্কিম লোচন হানল চঞ্চল
ঠারণ-ফুলশর অন্তর মাহ,
সুখময় বেদন পূরল তনু মন,
জাগল মিলন কি মধুময় দাহ।
এক বৃন্ত পর নলিন নীল লহু
পিরিতি-সরোবরে ডুলতহি মন্দ ;
কৌমুদী-সমুজল নিরমল নভতল
সমুদল সুন্দর কিএ যুগ চন্দ !

৪

বিপুলপুলকাকুল মণিগণ-পূরিত
তারক-বিখচিত জলদ-শরীর
ঘন পরিরম্ভনে রসপরিপূরণে
দামিনী-যৌবন করত অধীর।
পেখয়ি টলমল তরঙ্গ-চঞ্চল
প্রেম-পয়োনিধি নটবর কান,
প্রেমে অন্ধ ভয়ি রাধিকা রসময়ী
ঝাঁপল উর মাহ উনমত-প্রাণ।

৫

ঝামর সুন্দর শ্যাম-কলেবর,
তঁহি অব বিজড়িত গৌর দুকূল,—
কৃষ্ণ তমাল বেঢ়ি শোহই যৈছন
সুবর্ণ-বল্লরী বিকচ-মুকুল।

কানুক উর পর পুলকিত থর থর
সুরভিত চম্পক-মাল কি দোল,—
নীল যমুনজল লুঠতহি যৈছন
পূরণিমা-চন্দ্রিকা-চপল-হিলোল।

৬

লোচন-পথি যব রূপ নেহারত,
রোধই দরশন নয়ন-নিমেষ ;
আলিঙ্গনে যব স্বাদত পরশন,
পুলকজ কণ্টক বিঘিন বিশেষ ;
অধর-সুধারস পান-সুথাবেশে
চেতন থলতহি অপূরণ সাধে ;
ভুজঙ্গ ভনতহি, প্রেম কি কৌতুক,
বিরহ পরাজিত মিলন কি বাধে !

তোলয়ি—তুলিয়া ; লহু—লাল ; সমুদল—সমুদিল ; কিএ—বুঝি ; ভয়ি—হইয়া ; তঁহি—তাহাতে ; স্বাদত—আস্বাদন করে ; বিঘিন—বিঘ্ন ; অপূরণ—অপূর্ণ ; মিলন কি বাধে—মিলনের বিঘ্নদ্বারা ; প্রঃ—



স্বাধীন ভর্ত্তৃকা

১

প্রেম-প্রতিমা হেম-মূরতি
চম্প-বরণী রাই,
কহত বিভোর নওল কিশোর
কিশোরী-বদন চাই ঃ—

২

“শয়ন-কুসুমদল নলিন-চরণতল
সুন্দরি ! কুরু বিনিবেশ ;
তুয়া পদ-পল্লব- পরশ-পরাভব
অনুভব করাহ বিশেষ ।

৩

“বহু পথ বাহয়ি আওলি তুঁহু ধনি !
শ্রম-ভর কাতর পাদ ;
মঝু কর-মৃণালে চরণ-কমল তুয়া
সেবব——ইহ মঝু সাধ ।

৪

“রাখ শয়ন পর অনুগত নূপুর
ক্লান্ত চরণ অপসারি ;
সোই নূপুরাধিক অনুগত কিঙ্করে
রাখহ চরণে তুহারি ।

৫

"শুন শুন কমলিনি !   বদন চন্দ জিনি
প্রেম অমিয়া করু দান ;
দীঘ বিরহ পর   তাপিত তুঝ হিয়া
মঝু হিয়ে করাহ সিনান ।

৬

"যা'ক মিলন লাগি   না গণয়ি কুল-আগি
কলঙ্ক কয়লি তু সার,
তা'ক হৃদয় মাহ   ডার মরম-দাহ,
অয়ি মম গীম'ক হার !

৭

"তুঁহুময় মানস   তুয়া দুখ কাতর
শব বত আছিনু রাই !
জীবয় অব জিউ—"   ভুজঙ্গধর কহু,
সঙ্গম-কাম কানাই ।

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা—কান্ত যাঁহার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান ও আজ্ঞা পালন করেন ।

চম্প—চম্পক ; নওল—নবীন ; বাহয়ি—বাহিয়া ; আওলি—আসিলে ; আগি—অগ্নি ; গীম'ক—গ্রীবার ; বত—বৎ ; জীবয়—সঞ্জীবিত কর । প্রঃ—

মহামিলন

আধ তনু কিবা তড়িত-দণ্ড,
আধ অভিনব নীরদ খণ্ড,
আধেক বরণ হিরণ কিরণ,
আধ নীলমণি আলা ;
আধ দোলে বেণী চুম্বি'গণ্ড,
আধ শিরে উড়ে শিখি-শিখণ্ড,
আধ গলে তার গজমতি হার,
আধ গলে বনমালা।

২

দুঁহু ভুজে বাঁধা দোঁহার অঙ্গ,
দুঁহু অঙ্গুলী মুরলী সঙ্গ,
দোঁহার বদন রন্ধ্র-লগন
দুঁহু নাম করে গান ;
চরণে চরণে বাজে মঞ্জীর,
নয়নে নয়নে বিজলি অধীর,
পরাণে পরাণে দুঁহু দোঁহা টানে,
কি মিলন প্রাণারাম !

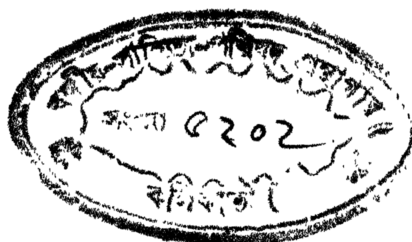
৩

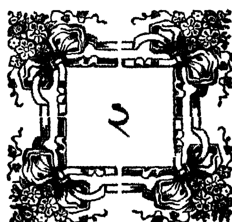
হুঁহু তনু সঙ্গত মাধব রাধা,
এক'র আধ হি তা'কর আধা ;
গাওত সখীগণ অপূরুব সঙ্গ,
হেরত মোহিত দাস ভুজঙ্গ।



"রস-বিলাস" 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের ভাবে অনুপ্রাণিত। কবিতাগুলি ১৩২১ শালে রচিত। প্রঃ—






২

সিন্ধু-নাট

নীল তরঙ্গিনী নর্ত্তন-রঙ্গিনী
নাচত সুর-নটী সিন্ধু ;
কঙ্কন কন কন, কিঙ্কিনী কিনি কিনি,
মঞ্জীর ঘন ঘন বাজত রিণি ঝিণি,
অঞ্চল দল মল, চঞ্চল কুন্তল,
ভাল ললাটিকা ইন্দু।
পেখত অ-পলক শ্রীমুখ সুন্দর,
পুলক-রোমাঞ্চিত নীল কলেবর,
দোলত মন্থর পীন পয়োধর,
গাওত গুণ জগবন্ধু !

২৮।১০।১৫ পুরী

সিন্ধুর প্রতি নদী

চপল চঞ্চল আমি ক্ষুদ্র নদী
গিরি গুহা ভেদি জনম অবধি
চলিয়াছি দ্রুত কল কল্লোলিয়া
বিপুল আবেগে তট আন্দোলিয়া
আবর্ত্ত-ঘূর্ণনে
তরঙ্গ-নর্ত্তনে,
যেন পথ-হারা পাগলী পারা !
নিত্য অবিচল স্থির সিন্ধু তুমি,
নিরুচ্ছ্বাস-নীর চির শান্তি-ভূমি,
মম চঞ্চলতা ব্যাকুলতা প্রভু !
তোমারে আকুল না করিবে কভু,
অকূল পাথার
হৃদয়ে তোমার
ধর এ বিপুল আকুল ধারা !

২

এ জীবন-ধারা সতত আবিলা
পাপ-মলীমসে সমল-সলিলা
না মানি তাহার শত অপরাধ
কি জানি কি টানে ছুটিয়াছে নাথ !
মিশিতে তোমাতে,
যাতনা জুড়াতে,
ভুলিতে প্রাণের গভীর জ্বালা ;—
সুধানন্দময় প্রেম-সিন্ধু তুমি,
অতল অগাধ ও হৃদয়-ভূমি,
নাহি পরশিবে মালিন্য তাহার,
হবে সে অমৃত পরশে তোমার,
লহ তারে ডাকি,
প্রেম-রস মাখি
ডুবায়ে রাখ সে অধীরা বালা !

১৫।১২।১১ বসিরহাট

আগে—আগে

পরিহরি অতি দূর পর্ব্বত-কন্দর,
অতিক্রমি শৈল বন পত্তন প্রান্তর,
চলিয়াছি স্বপ্ন-ঘোরে কি জানি কোথায়
কোন্ পথে !
আগে আগে কে গো ওই যায়
অদৃশ্য মূরতি ? তার চরণ-চুম্বিত
রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু নূপুর-শিঞ্জিত
নিরন্তর পশে কানে , মৃদু বেণু-রব
সুরের শিকলি রচি প্রাণ মন সব
কাড়ি লয় ; পদ মম করে আকর্ষণ
অজ্ঞাত শকতি ।—
মহাসিন্ধু-গরজন
শ্রবণে পশিল যেই, ডুবিল অমনি
মুখর মঞ্জীর সহ মুরলীর ধ্বনি
মন্দ্র মাঝে !—
চেয়ে দেখি—নাহি কিছু আর,
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলে আনন্দ-পাথার !

বসিরহাট

১৫।১২।১১

সিন্ধু-নীলিমা-রহস্য

কনক-বরণী রাই,
প্রেম-পাগলিনী রাই,
স্বপন-মগন পারা
বিভল নয়ন-তারা,
অস্ফুট ধ্বনি মুখে,
স্পন্দন ঘন বুকে,
অঞ্চল তুলে,
কুন্তল খুলে,
মঞ্জীর বাজে পায়,
মিলন-পিয়াসে
বাঁধে বাহু-পাশে
মধুময় বঁধুয়ায়।

২

শ্যামের পরশ পাই'
অচেতন ভেল রাই,
হৃদয়ে হৃদয় হারা
ছুটিতে গোটিক পারা,
অন্তর-প্রেম-রস
অঙ্গ করিল বশ,
চকিতে অমনি
হারা'ল রমণী
সোণার বরণ তার,—
সে অবধি দোলে
নীলাকাশ-কোলে
সিন্ধু নীলিমাকার!

২৭।১০।১৫ পুরী

সিন্ধু-রহস্য

ধূ ধূ করে নিঝুম দুপুর,
চেয়ে দেখি তুলি স্বপ্নাতুর
মুগ্ধ নেত্রপুট :—
শম্ভু-রূপী শুভ্র মহাকাশ
আছে পড়ি, লুটে চারি পাশ
শ্বেত জটাজূট।

২

স্থির চিত্ত সমাধি-মগন,
নাহি শ্বাস, নাহিক স্পন্দন,
যেন মহাশব !
বক্ষে তার নীলতরঙ্গিনী
কাঁপে শ্যামা সিন্ধু-স্বরূপিনী
তুলি কল রব।

৩

রস-দ্রব মহা কমলিনী,*—
অপরূপ-রতি-বিলাসিনী
অমৃত-রসিকা
লক্ষ ভুজে বাঁধে শব-কায়,
জাগে শিব আনন্দ-লীলায়,
খোলে যবনিকা !

২৭।১০।১৫ পুরী

* মহামৈথুনাধার সূর্য্যশঙ্কাশ সহস্রদল পদ্ম-রূপী সহস্রার ; প্রঃ—

সিন্ধুর জন্ম

শিরে শুভ্র অভ্র জটাজূট
মহাকাল-রূপী নীলাকাশ,
তারা-ভস্ম বিভুতি-সম্পুট
বর অঙ্গে বিচিত্র বিলাস।
ভালে চন্দ্র চন্দন-তিলক,
নেত্রে বহ্নি, বক্ষ স্পন্দ-হীন,
অঙ্গে মহাভাবের পুলক,
মহাধ্যানে পুরুষ আসীন।

২

পূর্ণ ধ্যানে চিদানন্দ-নীর
বাহিরিল চক্ষু হ'তে তাঁর
সিন্ধু রূপে,——রসের শরীর,
নীল, স্বচ্ছ, সৌন্দর্য্যের সার।
মৌনী কণ্ঠে আছিল যে ধ্বনি
অনাহত অশব্দ ওঙ্কার,
সিন্ধু-মুখে জাগি তা' অমনি
বীজ-মন্ত্র করিল প্রচার।

২৮।১০।১৫ পুরী

শঙ্খের প্রতি

তুমি শঙ্খ! সিন্ধুর কুমার ;
সিন্ধু-গর্ভে জনম তোমার।
পুঞ্জীভূত ফেন-ধবলিমা
দিল তব অঙ্গের গরিমা।
তরঙ্গের গতি বিভঙ্গিম
তনু তব করিল বঙ্কিম।
উরমির গভীর গর্জ্জন
কণ্ঠে তব পাতিল আসন।

২

কবে তুমি ছাড়ি সিন্ধু-বাস
লোকালয়ে করিছ নিবাস।
সতী যবে দেবালয়ে পশি
বিগ্রহের চাহি মুখ-শশী
বাঁধি ভুজে আনমিত মুখে
চুমে তোমা,——সনাতন সুখে
চিত্ত তব উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
কণ্ঠ হ'তে পড়ে উপচিয়া
ব্যোম বায়ু করিয়া অধীর
সিন্ধু-গান কি গুরু গম্ভীর!

৩

কভু তুমি কবির হৃদয়ে
অন্তর্গূঢ় স্মৃতিপুঞ্জ ল'য়ে
ভাব-তনু করিয়া ধারণ
রহ সুপ্ত, ধ্যান-নিমগন।
কবি যবে অন্তরে তাহার
অবগাহি তোমারে আবার
আনে তুলি,——অমনি তখন
তুল মন্দ্র মধুর ভীষণ;
বিশ্ববাসী হ'য়ে চমকিত
করে পান সে দিব্য সঙ্গীত!

৪

কভু তুমি প্রলয়ের কালে
প্রভঞ্জন জীমূতের তালে
পিনাকীর বিষাণ ভেদিয়া
রুদ্র রব তুলহ ধ্বনিয়া!
শঙ্খ-রূপী তুমি হে ওঙ্কার,
জলে স্থলে গগনে প্রচার!

৩০।১০।১৫ পুরী

সমুদ্র-দর্শনে

কবিতার মুখরতা হইল নীরব,
　　থেমে গেল সঙ্গীতের সুর ;
সমুদ্রের মহাগান করে অভিভব
　　মন, বুদ্ধি ; চিত্ত ভরপূর।
ভাষা ডুবে ভাবে, ভাব প্রাণের স্পন্দনে,
　　সর্ব্বেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়তায় ;
বাহ্য ডুবে অভ্যন্তরে ;——নিগূঢ় মরমে
　　কি এ সিন্ধু আনন্দ ছড়ায় !
এ কি নিদ্রা ? এ কি স্বপ্ন ? এ কি জাগরণ ?
　　এ কি দেহ ? কই, আমি কই ?
শুধু ঢেউ——শুধু ঢেউ——অমৃত প্লাবন,
　　সুধা-সিন্ধু করে থই থই !

৩০।১০।১৫ পুরী

ত্রিবিগ্রহ-তত্ত্ব

ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপাল　　নীলোপল নীলাচল-চূড়ে
　　একাকী বসিয়া ;
সম্মুখে বিপুল বেলা,　　বায়ুপুঞ্জ মহানন্দে উড়ে
　　নাচিয়া নাচিয়া ;

উর্দ্ধে শুভ্র মহাকাশ অসীমায় রয়েছে শয়ান
ধ্যান-নিমগন ;
নিম্নে স্বচ্ছ নীল সিন্ধু উর্ম্মি-কণ্ঠে ওঙ্কার মহান্
তুলে অনুক্ষণ।

২

বিস্ময়ে হেরিল রাজা ; কবি-চক্ষু ফুটিল অন্তরে,
নেত্রে বহে নীর ;
মহাকাশ, মহাসিন্ধু, মহাবেলা মরমে সঞ্চরে
তত্ত্ব সুগভীর।
সৎ—চিৎ—হ্লাদিনীর ত্রিবিগ্রহ, শ্রীমন্দির গড়ি,
করিলা স্থাপন ঃ——
বলরাম——জগন্নাথ— সুভদ্রার দারু-মূর্ত্তি মরি
করহ দর্শন !

৩০।১০।১৫ পুরী

মহাপ্রসাদ

বাসনার ধুলি-বাস ধু'য়ে এস মন !
ভক্তি-সিন্ধু-নীরে ;
কণ্ঠে ধরি সমুদ্রের অশ্রান্ত ভজন
পশ শ্রীমন্দিরে।

ভক্তের চরণ-রেণু সোপানে সোপানে
মাখ সর্ব্ব গায়,
লুটাও——লুটাও শির বিহ্বল পরাণে
জগন্নাথ-পায়।

২

হেথা, মন্ত্র বিসর্জ্জন, আত্ম-সমর্পণ ;
মমত্বের বলি ;
নাথের চরণ-পদ্মে কর নিবেদন
ত্যাগের অঞ্জলি।
ভোগ্য যাহা, দেহ তুলি দেবতার ভোগে,
ধরহ প্রসাদ,
কি আনন্দ ! কি সুগন্ধ ! প্রেম-রস-যোগে
কি অমৃত স্বাদ !

৩০।১০।১৫ পুরী

মহা যাত্রা

দারা-পুত্র-পরিবৃত বাসনার বাড়ী
ফেলে এস পিছে,
চলে এস সংসারের ক্ষণ সুখ ছাড়ি,
সে যে স্বপ্ন মিছে !
শ্রান্ত যদি পান্থ ! তব সাধন-পন্থায়
পাবে ধর্ম্ম-শালা,
বিশ্রাম করিয়ো তথা আসিয়া সন্ধ্যায়,
জুড়াইবে জ্বালা।

২

ধেয়ে চল পান্থ! এবে নাচিতে নাচিতে
আনন্দের পুরী;
'জয় জগন্নাথ' বলি বাঁধ গো ত্বরিতে
গলে প্রেম-ডুরী।
অন্ধ করে আঁখি যদি নয়নের জল,
ফেল তা' মুছিয়া;
কণ্ঠ যদি গদ গদ, অঙ্গ টল মল,
রুদ্ধ কর হিয়া।

৩

দারু সম কর দেহ বহির্ভাব-হীন,
অন্তর্মুখী মন,
উন্মীলিত কর ধীরে পলক-বিহীন
ধ্যানের নয়ন।
এইবার দারু-ব্রহ্ম কর দরশন
চিন্ময় শরীর
ভাবাভাব-বিবর্জ্জিত বিরাট বদন
আনন্দ-গভীর।

৪

তার পর চল পান্থ! মহাযাত্রা করি
সিন্ধুর সন্ধানে,
কূলে তার স্বর্গ-দ্বার উদ্ঘাটিত করি
মৃত্যুর শ্মশানে;
চল দ্রুত সূক্ষ্ম দেহে ভোগ-অবসানে
মহার্ণব পার——

নাহি যথা জন্ম মৃত্যু কাল রূপ নামে
দ্বন্দ্ব অনিবার !

২।১১।১৫ পুরী

বিচিত্র সাধনা

সুখে নাহি হ'বে অনুরাগ,
দুখে নাহি ঘটিবে বিরাগ,
আশায় আশ্বাস ;
উদ্যমে না র'বে উদ্দীপনা,
কর্ম্মে নাহি রহিবে কামনা,
সম্ভোগে তিয়াষ ;
বুদ্ধি নাহি করিবে বিচার,
বস্তু নাহি রবে বাসনার,
চিত্ত বৃত্তি-হীন ;
র'বে দেহ, না রহিবে রতি,
র'বে মন, না রহিবে মতি
ইন্দ্রিয়-অধীন ;
দারা পুত্র করিবে বেষ্টন,
না করিবে কভু আকর্ষণ ;—
বিচিত্র সাধনা !
যে মজিবে হেন সাধনায়,
সুধা পান ফণী-রসনায়
করিবে সে জনা !

২৬।১০।১৩ বসিরহাট

জ্ঞান ও ভক্তি

জ্ঞান বলে, এই দেহ নিতান্ত নশ্বর,
ভক্তি বলে, ভগবান্ দেহের ভিতর।
জ্ঞান বলে, মিথ্যা মায়া পুত্র পরিবার,
ভক্তি বলে, এ সংসার নিত্য লীলা তাঁর।
জ্ঞান বলে, বন্ধ-মূল কর্ম্ম কর নাশ,
ভক্তি বলে, কৃষ্ণার্পিত কর্ম্ম নহে পাশ।
জ্ঞান বলে, ধ্যান-যোগে শূন্য কর মন,
ভক্তি বলে, প্রেম-রসে কর নিমজ্জন।
জ্ঞান বলে, আমি সেই ব্রহ্ম অবিনাশ,
ভক্তি বলে, আমি তাঁর দাসের সে দাস।
জ্ঞান বলে, আত্ম-রতি সাধ আত্মা সনে,
ভক্তি বলে, কৃষ্ণ পতি জীবনে মরণে।
জ্ঞান-হীন ভক্তি-হীন আমি বলি নাথ!
অন্ধ জনে নিয়ে চল ধরি দুটি হাত।

৪।৫।১৪ বসিরহাট

শ্যামা

বাহ্য নয়ন করি নিমীলন
দেখি অন্তর মাঝে :—
অনন্ত চিত- নভোমণ্ডল
নেত্র-কিরণে করি উজ্জ্বল
মা তোর মূরতি রাজে!

২

চুম্বি রাতুল চরণ যুগল
স্বজন-তটিনী বহে কল কল,
অসংখ্য তারা- তরঙ্গ দল
উঠিছে, টুটিছে তায় ;
কটি বিবসন করি আবরণ
দুলিছে মায়ার কুন্তল ঘন,
অঙ্গে, জিনিয়া ইন্দু তপন,
মাধুরী উছলি যায়।

৩

পীযূষ-পূরিত পীন পয়োধর ;
নয়ন, দিব্য করুণা-নিঝর ;
ভাল——শশধর, হসিত অধর——
উষার জনম-ভূমি ;
আছ মা দাঁড়ায়ে, রূপে আলো করি ;
ভোলা ভুলে রয় পদতলে পড়ি ;
বিরিঞ্চি, হরি মূর্চ্ছিত মরি
চরণ-নূপুর শুনি !

৪

দেখিতে, দেখিতে ও রূপ তোমার,
বহিরন্তর সকলি আমার
অখণ্ড রূপে হ'ল একাকার,
মূরতি মিশিল মনে ;
মরমে মরমে মুছে গেল রূপ,
রূপ সে হইল রসের স্বরূপ,
চিত ডুবাইল আনন্দ-কূপ
উথলি সঙ্গোপনে !

১৬।১০।১৩ কটক

কালী করালিনী

(Kali the Mother—Vivekananda.)

নিভে গেল তারা, মেঘে মেঘ হারা, কম্প্র মুখর অন্ধকার ;
ঘূর্ণী পবন করে গরজন, মুক্ত সহসা রুদ্ধ দ্বার ;
খুলি শৃঙ্খল লক্ষ পাগল আত্মা বুঝি বা তুলিছে নাট,
টানি তরুকুল করি নির্ম্মূল চলিছে সবলে বিরচি বাট।
এ মহা নৃত্যে অধীর চিত্তে যোগ দিল আজি জলধিরাজ,
শৈল-শিখর ঊর্ম্মিনিকর ছুঁড়ে মসীমাখা গগন মাঝ।
ধক ধক ধক চপলা চমক ললাট-নেত্র উঠিছে জ্বলি,
তাহে দিশি দিশি উঠিছে বিকশি মৃত্যুর কালো মূরতি গুলি !

২

দুঃখ ভীষণ জ্বালা অসহন মুঠি মুঠি ছুঁড়ি জগতময়
আয় মা ! নাচিয়া হরষে মাতিয়া, রেখেছি পাতিয়া মম হৃদয়।
জেনেছি জননি ! প্রলয়-রূপিনি ! ভীষণতা—সে যে তুহার নাম,
মরণ ভীষণ নিশাস পতন, শ্মশান—সে যে মা তোমার ধাম।
নৃত্যে যখন কাঁপে মা চরণ, তালে তালে ঘটে ভুবন লয়,
ও মা করালিনি ! কাল-স্বরূপিনি ! সর্ব্বনাশিনি ! হও উদয়।

৩

দুঃখে বরণ করিতে কখন চিত্তে যাহার নাহিক ডর,
ও তোর প্রলয়- লাস্যে হৃদয় নাচে মা যাহার নিরন্তর,
মৃত্যু-মূরতি নির্ভয়-মতি জগতে যে করে আলিঙ্গন,
অন্তরে তাঁর স্বরূপ তোমার জাগাতে কর মা আকিঞ্চন।

২৩।৫।১৬ বসিরহাট

———০———

অম্বিকা-পূজা

আগমনী

কোটী জনমের কঠোর সাধনে
শুভ্র শরৎ উদিয়াছে মনে,
প্রশান্ত আজি প্রাণ ;
নাহি বরষার প্রবল পীড়ন,
শ্বেত শশীকলা কম দরশন
চিদাকাশে ভাসমান।
থামিয়াছে ঘোর অশনি-নিনাদ,
না তুলে হৃদয়ে হরষ বিষাদ
কল কল্লোল ঘোর ;
ইন্দ্রিয়-ফণী বিবরে লুকায়,
কাশ-কহ্লার- কুমুদ-মালায়
আহ্লাদে মন ভোর।
আজি মা, জীবনে এল শুভ দিন,
কামনা-কালিমা না করে মলিন
এ মম মরম আর ;
এস তবে তুমি হে মোর জননি!
পূজিব তোমারে শিব-সোহাগিনি!
গাঁথিয়া ভকতি-হার।

বোধন

শুক্লা ষষ্ঠী—কি শুভ লগন—
আজি মা তোমারে করিব বোধন
প্রবুদ্ধ প্রাণে মম ;
মুদিয়াছি তাই নয়ন আমার,
রুধিয়াছি তাই চিত্ত-দুয়ার
প্রবীণ কূর্ম্ম সম।
বহির্জগৎ বাহিরেতে রয়,
অন্তরে তুমি হও মা উদয়
চিন্ময় রূপ ধরি ;—
নিম্ন কমলে রাখ মা, চরণ,
উঠুক্ ফুটিয়া ঊর্দ্ধ-বদন
শ্রীপদ-পরশে মরি:!
গুহ্য সরোজ, নাভি দশদল,
বিকসিত করি চল চঞ্চল
হৃদয়-পদ্ম 'পরে ;
সেথা, দশভুজা জ্যোতির মূরতি,
কুমার, গণেশ, কমলা, ভারতী
রূপে ঝলমল করে !

পূজা

শুভ সপ্তমী পূজা সমাধান,
বিষয়াসক্তি দিনু বলি দান,
ডালি দিনু মম-কার ;
ফেলি বহু রূপ, অয়ি বহু-রূপা !
এস মা ! কণ্ঠে, হংসী-স্বরূপা !
গুঞ্জরি ওঙ্কার।
মহা অষ্টমী বাসরে জননি !
শুনি ও নীরব ওঙ্কার ধ্বনি
খুলিল ললাট-দ্বার ;
ফুটিল অমনি দ্বিদল কমল,
জ্বলে চিৎ-শিখা জ্বল জ্বল জ্বল,
ভেদ-ভাব অপসার।
তার পর মাগো ! নবমীর রাতে
বিলস পরমহংসের সাথে
সহস্র দলে মম ;
সেথা আমি—তুমি—কাল—রূপ—নাম
কিছু নাহি রয়, ঝরে অবিরাম
আনন্দ অনুপম !

হৃদ্-পদ্মে দেবাদি দর্শন, কণ্ঠ-পদ্মে প্রণব ঝঙ্কার, এবং ললাট-চক্রে অদ্বৈতবোধ হইয়া থাকে। প্রঃ—

বিজয়া

তার পর মাগো ! বিজয়া দশমী,
পরিহরি মহা সপ্তম ভূমি
  এস মা ! নিম্ন দেশে ;
রসনা-ক্ষরিত অমৃত ঢালিয়া
হ্লাদিনী-লহরে নাচিয়া নাচিয়া
  মূলাধারে নামো শেষে ;
সেথা মায়াময়ি ! ঘুমাও জননী !
বাহ্য চেতনা ফিরে মা ! অমনি,
  নয়ন খুলিয়া চাই,
দেখি—তারা ! তুমি করেছ পয়ান,
তবু আনন্দ-মগন পরাণ,
  স্বপন-আভাষ পাই ;
যেন মনে হয় আকাশ সাগর
নদ নদী হ্রদ জঙ্গমাচর
  সবার ভিতর তুমি !
বাহু পসারিয়া অমনি যে ধাই,
করি কোলাকুলি যারে কাছে পাই,
  ফণীর অধর চুমি !

১৬।১০।১৩ কটক

মা

জনম-মরণ-রূপী চরণ যুগল
আজি মা বাঁধিনু শিরে, হও অবিচল।

মা তোমার বরাভয় দুটি পদ্ম-কর
বুলাও,—বহাও অঙ্গে অমৃত-লহর।

সুখ দুখ দুটি স্তন মা তোমার বুকে,
যখন যা' খুসি ধর তনয়ের মুখে।

জননি! সুষুপ্তি তব সুশীতল কোল,
তনয়ে পাড়াও ঘুম দিয়ে মৃদু দোল।

মা তোমার ত্রিনয়ন ত্রিবেণী সঙ্গম,
সুগম কর মা সুতে সিন্ধু-সমাগম।

মহাকাল মা তোমার কৃষ্ণ কেশজাল,
সূরজ-মণ্ডল কোটী জ্বলে মণি-মাল।

নাচ মা শিবের বুকে, গলে মুণ্ড মালা,
মম মুণ্ড লহ গাঁথি, চিত্ত কর আলা।

১৭।১২।১৫ বসিরহাট

———

সমাপ্ত।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী রচিত কাব্যকলাপ।

মঞ্জীর——১৲

গোধূলি——৸০ বাঁধাই ১৲

শিশির——।০

ছায়াপথ——১৲ বাঁধাই ১।০

রাকা——১৲ বাঁধাই ১।০

[পোঃ বসিরহাট গ্রন্থকারের নিকট এবং কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।]

অভিমত

উপাসনা—(বৈশাখ ১৩১২) 'মঞ্জীরে' গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। প্রমাণ—'প্রেম-সঞ্জীবন' নামক কবিতা।……এমন সুন্দর কবিতা বঙ্গভাষায় বড় অল্পই দেখা যায়।

ভারতী—(মাঘ ১৩১৮) 'গোধূলির' কবি বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত 'মঞ্জীর' পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভাষার লালিত্যে, ভাবের মৌলিকতায় ও অভিনবত্বে এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে ও ঝঙ্কারে 'গোধূলির' কবিতাগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। 'গোধূলি' শান্ত সংযত হৃদয়ের আনন্দ সঙ্গীত। আসন্ন সন্ধ্যার গম্ভীর রাগিণী কবিতাগুলির সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। 'ঋতুসম্মিলন,' 'বিশ্ব-রূপা', 'সিন্ধু', 'কাল বৈশাখী' প্রভৃতি কবিতাগুলি কাব্য-সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। (বৈশাখ ১৩২১) 'ছায়াপথ' কবির পরিণত রচনা। কবিতাগুলি পাঠ করিবার সময় পাঠকের মন সত্যই সংসারের গণ্ডী ছাড়াইয়া উর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করে। কবিতাগুলিতে আধ্যাত্মিকতা ও কাব্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।……এ আধ্যাত্মিকতায় স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আছে, শক্তির ছাপ আছে, ভাবের ছাপ আছে। সনাতন প্রাচ্য ভাবে কবিতাগুলি ওতপ্রোত, উদার গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত। আধ্যাত্মিকতার কুয়াসায় কাব্য কোথাও ঢাকা পড়ে নাই।

প্রবাসী—(মাঘ ১৩১৮) 'গোধূলির' কবিতাগুলি শান্তোজ্জ্বল, আনন্দ-গম্ভীর এবং কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ। কবির বীণা বড়ই মধুর বাজিয়াছে। ছন্দে, ভাবে, লালিত্যে কবিতাগুলি মনোরম হইয়াছে। (ভাদ্র ১৩২১) 'ছায়াপথের' কবি হিন্দু শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব ছন্দে গাঁথিয়া ব্রহ্মলোকের সন্ধান এই গ্রন্থের ভিতর দিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্য্যে, শব্দের ঝঙ্কারে এবং কবিত্বময় প্রকাশে সমস্ত কবিতাগুলিই সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। শুষ্ক দর্শনকে এমন সরস করিয়া যিনি ছন্দোময় করিতে পারিয়াছেন, তিনি শক্তিমান্ কবি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দার্শনিক তত্ত্ব-শূন্য বিমল কবিতাও কয়েকটি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। তাহা কবিত্বে ও সরস দ্যোতনায় মণ্ডিত।

মানসী—(আষাঢ় ১৩১৯) 'গোধূলির' নামকরণ যথোচিত হইয়াছে। দিবাবসানে গোধূলি বেলায় যখন পশ্চিমাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, বিহঙ্গমগণ একে একে আপন কুলায়ে ফিরিয়া আসে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের কলধ্বনি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, যখন পৃথিবীর জড় ও চেতন উভয় প্রকৃতি মিলিয়া একটি শান্ত নীরবতা ও গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করে, তখন মানব-মন ধীরে ধীরে যেমন, হয়ত আপনার অলক্ষ্যে, ভগবানের চরণতলে লুটাইয়া পড়ে,—এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা সেইরূপ অনুভব করিয়াছি। 'গোধূলির' ভিতর এমন একটি শান্ত, সংযত বিশ্ব-প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত আছে—যাহা পাঠ করিয়া চিত্ত স্বতই বিমল আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

উদ্বোধন—(বৈশাখ ১৩১৯) 'গোধূলি' পড়িয়া অনেক দিন পরে সাহিত্যে কবিত্বের রসাস্বাদ পাইলাম। (বৈশাখ ১৩২১) 'ছায়াপথ' পড়িতে পড়িতে বাস্তবিকই মনে হয়—যেন আমরা অজ্ঞাত এবং অনাস্বাদিত অথচ একমাত্র লক্ষ্য কোনও এক মহান্ রাজ্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছি। কবিতার আন্তরিকতার প্রমাণ ইহা হইতেই সূচিত হইতেছে। ভাষা ভাবানুযায়ী অতি মধুরই বাজিয়াছে। সর্ব্বোপরি কবিতাগুলিতে একটা স্বাতন্ত্র্যের, একটা আত্ম-নির্ভরতার আভাস বর্ত্তমান। আধুনিক যুগে এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কবিতারচনা রচয়িতার কবিত্বশক্তির নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

হিন্দু পত্রিকা—(অগ্রহায়ণ ১৩১৮) 'গোধূলির' কবিতার ভিতর দিয়া অনাবিল সৌন্দর্য্য, নির্দ্দোষ ধর্ম্মভাব, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং দেব রাজ্যের ভাব-সম্পৎ কবি বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। (বৈশাখ ১৩২১) 'ছায়াপথের' কবিতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি সকল সাধনাই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভুজঙ্গধর বাবুর কবিতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

নব্যভারত—(চৈত্র ১৩২০) ভুজঙ্গধর অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। 'ছায়াপথে' তাঁহার কবিতা লেখা সার্থক হইয়াছে। ইচ্ছা হয় এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকারের প্রতিভা-বিজলি যে অপরূপ ভাবে খেলিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া দেখাই, কিন্তু বড়ই স্থানাভাব।

আর্য্যাবর্ত্ত—(পৌষ ১৩১৮) 'গোধূলি' কাব্যের বিশেষত্ব ইহার অন্তর্মুখিতা। ইহাতে বৈচিত্র্যময় বহির্জগৎ হইতে ধ্যান-পরায়ণ কবির অন্তর্জগতে প্রবেশ লাভের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

ঢাকা রিভিউ—(জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) 'গোধূলিতে' কবির পরিপাটি ভাষা বিন্যাস যেমন একদিকে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা-নিনাদের মত নশ্বরকে ভুলাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তেকে অনন্তে পরিণত করে, অপর দিকে তেমনি ইহার আধ্যাত্মিকতার দীপ্ত মাধুরী প্রজ্ঞানের পঞ্চ প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়। এই কাব্যে আমরা রূপের মধ্যে ধূপের গন্ধ পাই, সৌন্দর্য্য যেন সুমনসের মত সৌগন্ধে তন্ময় করে।

অমৃত বাজার পত্রিকা—(5. 3. 1914) The name 'Godhuli' or 'Twilight' given to the volume before us has been by no means a

mis-nomer, presenting as it does, the flights of the author's poetical soul in the twilight region between this world and the next. In the section on চিন্ময়ী, the different pieces serve beautifully to mirror the soul under-lying and informing Nature which has been always revealed to her true votary. In the section on সিন্ধু-সংবাদ, the sight of the sea with its vastness and majesty stirs up the deepest depth of the poet's soul and reveals the gems of 'purest ray serene' glittering within. In ঋতু-মঙ্গল, in the course of his ode to the Seasons, that clothe both man and nature with ever and ever changing garb, the poet has given us pieces some of which have an echo of Kalidas. In the pieces in ঐকতান, the poets privileged ears have caught the unison of note sweet and sublime, with which all seemingly diverse phenomena, both objective and subjective, are eternally and co-eternally vibrant. In the last section অরণী, the poet strikes a note distinctly deeper and higher, and takes us through verse-strewn paths to the border-land where poetry ends and metaphysics begins. It is not often that one comes across productions breathing such genuine poetry flavoured with a spiritual aroma that not only delights the mind but charms the soul. We have nothing but un-alloyed admiration for the poet.

(5. 3. 1914) 'Chhayapath' is a natural continuation or rather the culmintion of the sentimants dominating in the authors 'Godhuli'. In this, the poet soars through the rosy twilight of 'Godhuli', to the higher and resplendant realms of the Milky way—the vista, through which it is possible to obtain a glimmer of the 'Eldorado' of all Sadhaks, poets and ascetics alike. There is an other-worldliness, a chastening halo about these poems which distinctly mark them out among the average poetical productions of the day. The poet's eye may have glanced from earth to heaven and from heaven to earth, but his soul is fast rivetted on Him who transcends all earths all heavens all poetry and all philosophy. The author has performed with remarkable credit the difficult feat of making the dry sticks of abstruse metaphysics blossom forth into delightful poetry.